تاريخ الحج

والْمَعَالِمُ على طريق الحج

হজ্জের ইতিহাস ও নিদর্শনাবলি

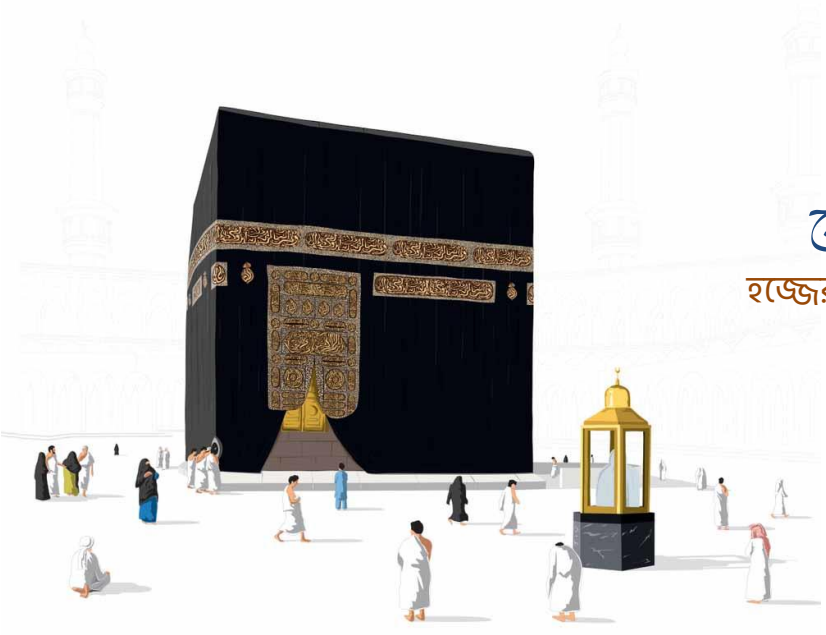

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [ال عمران: ٩٧]

সংকলন

এস এম নাহিদ হাসান

Date: 03-01-24

উৎস

ইসলাম হাউজ

www.islamhouse.com

Al Quraner Vasha Institute

Rawshan Garden, Plot 18 & 19, Road 5,
Block DHA, Mirpur 12, Dhaka

www.alquranervasha.com

+8801712529298

সূচীপত্র

হজ কি ও কেন 6

হজের তাৎপর্য?.....6

হজের ইতিহাস 7

ইব্রাহীম (আ) এর ইতিহাস 11

বায়তুল্লাহ সংস্কারের ইতিহাস.....14

মক্কা 15

হাজরে আসওয়াদ.....21

রুকনে ইয়ামানী 24

মুলতাযাম 26

হিজর বা হাতীম.....29

মাকামে ইবরাহীম.....32

মাতাফ.....36

মারওয়া 40

মাস‘আ 42

নবীজীর জন্মস্থান 45

হেরা পাহাড় 47

শিয়াবে আবি ত্বালিব 50

গারে ছাওর 53

আবূ কুবাইস ও আজইয়াদ পাহাড় 56

দারুন নাদওয়া 58

উমরাহ 61

১. ইহরাম বাধা 65

২. তাওয়াফ 68

৩. মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত সালাত 71

৪. সাফা মারওয়ার সাঈ 77

৫. মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করে হালাল হওয়া.....81

হাজ্জ 84

৮ যিলহজ: মক্কা থেকে মিনায় গমন.....86

৯ যিলহজঃ আরাফায় অবস্থান.....89

আরাফা থেকে ফিরে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন.....94

১০ যিলহজের দশম দিবস.....97

জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ 99

বিদায়ী তাওয়াফ.....103

হজের পরিসমাপ্তি.....105

মদীনা.....106

মসজিদে নববী.....116

রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবর যিয়ারত 124

বাকী'র কবরস্থান 132

মসজিদে কুবা' 138
মসজিদে কিবলাতাইন 141
শুহাদায়ে উহুদের কবরস্থান.....145
খন্দকের সাত মসজিদ.....149
বদর প্রান্তর 151
কুরআনের নির্বাচিত দো'আ.....154
হাদীসের নির্বাচিত দো'আ 159

হজ কি ও কেন

- প্রথমত حج শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা।
- ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ ঐ সকল ধনী-মুসলমানের উপর ফরয যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [ال عمران: ٩٧]

হজের তাৎপর্য?

- প্রথমত ইসলামের পাঁচটি মূল রুকুনের মধ্যে একটা রুকুন
- আল্লাহর ঘরে সবাই এক হওয়া। যেমন আমরা কোন বড় অনুষ্ঠানে কারও বাসায় সবাইকে দাওয়াত দিই
- মুসলিম নেতার থেকে দিক নির্দেশনা পাওয়া
- মুসলিমদের একতা ও জনশক্তি প্রকাশ করা
- বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে ইমান ও আমলকে শক্তিশালী করা

হজের ইতিহাস

হজ্জের ইতিহাস মূলত আল্লাহর ঘর কাবা ও ইব্রাহীম (আ) এর জীবনী কেন্দ্রিক। শুরুতেই আমরা কাবার ইতিহাস সম্পর্কে দেখব। মহান আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারাই সর্বপ্রথম বায়তুল মামুরের ঠিক নিচে কাবাঘরের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর সূচনা হয় কাবাঘর নির্মাণের মাধ্যমে। কোরআনের ভাষায়,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

কাবার উপরে ৭ম আকাশে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাবাকে বলা হয় বায়তুল মামুর। এটি দুনিয়ার কাবার ঠিক উপরে। এখানে ফেরেশতারা নামাজ পড়েন এবং তাওয়াফ করেন। তাফসিরে ইবনে কাসিরের বর্ণনামতে, বায়তুল মামুর কাবাঘরের এতই সোজাসুজি যে, যদি ভেঙে পড়ে যায় তাহলে কাবা ঘরের উপরেই পড়বে। এরপর আদিমানব হজরত আদম (আ.) কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ করেন।

হজরত নূহ (আ.)-এর সময়ে মহাপ্লাবণে কাবাঘর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে কাবার স্থান দেখিয়ে দেন এবং পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন। নির্দেশমতো হজরত ইব্রাহিম (আ.) ছেলে ইসমাইল (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে কাবাঘর পুনর্নিমাণ করেন। এক বর্ণনায় এসেছে, একটি মেঘখণ্ড বায়তুল্লাহ শরিফের স্থানে ছায়া ফেলে, যা দেখে দেখে হজরত ইবরাহিম (আ.) সে ছায়ার পরিমাপ মতো বর্তমান পবিত্র বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেন। এরপর হজরত জিব্রাইল (আ.) জান্নাত থেকে হাজরে আসওয়াদ পাথর নিয়ে এসে এটিকে কাবাঘরে স্থাপনের নির্দেশ দেন।

﴿رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ﴾

"O our Lord! I have made some of my offspring to dwell in an uncultivable valley by Your Sacred House (the Ka'bah at Makkah); in order, O our Lord, that they may perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), so fill some hearts among men with love towards them, and (O Allah) provide them with fruits so that they may give thanks" [Ibrâhîm 14:37].

It was Allah's will that the water that Hâjir and her infant son Ismâ'îl had with them should run out, so that their thirst would reach its peak. Hâjir began to look for a source of water, going back and

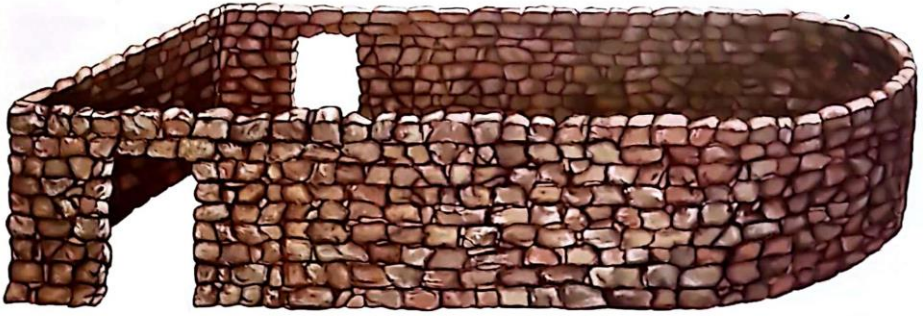

An imaginary picture of Sacred House

www.alquranervasha.com || Contact: 01712529298

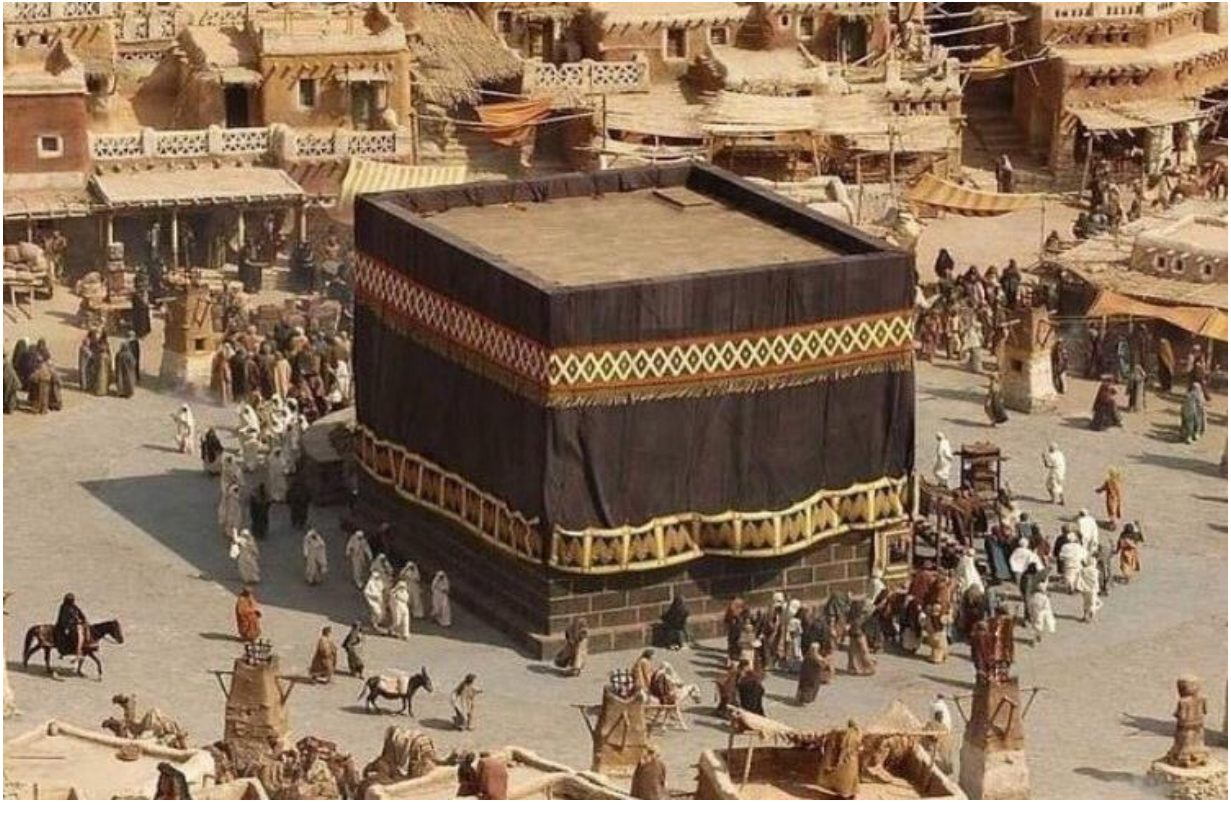

কাবাঘর নির্মাণ করার পর আল্লাহ তায়ালা হজরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দেন, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে বায়তুল্লাহর হজ তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে।

وَاَذِّنْ فِيْ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاًوَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

হজরত ইবনে আবি হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে হজ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, এখানে তো জনমানবশূন্য মরু প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মতো কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কীভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। মানুষের কানে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। অতঃপর হজরত ইব্রাহিম (আ.) আবু কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বাঁয়ে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে চিৎকার করে ঘোষণা করেন, ‘হে মানুষেরা! তোমাদের এই ঘরের হজ করার নির্দেশ করেছেন, যাতে তোমাদেরকে জান্নাত দিতে পারেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারেন। সুতরাং তোমরা হজ করো।’

হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর এই আওয়াজ আল্লাহ তায়ালা সব মানুষের কানে পৌঁছে দেন। এমনকি যারা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আসবে, তাদের কান পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌঁছে দেয়া হয়। যাদের ভাগ্যে আল্লাহ তায়ালা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে ‘আমি হাজির আমি হাজির’ বলে হাজির হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর ঘোষণার উত্তরই হচ্ছে হজে ‘লাব্বাইক’ বলার আসল ভিত্তি। (কুরতবি : ১২তম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, মাজহারি)। হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্ত হজের ধারা কায়েম থাকবে।

ইব্রাহীম (আ) এর ইতিহাস

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাকে জন্ম নেওয়া আল্লহর নবি আবুল আম্বিয়া ইবরাহিম (আ.) জীবনের একটা পর্যায়ে আল্লাহর আদেশে বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.) কে কাবাঘরের নিকটবর্তী জনমানবশূন্য স্থানে রেখে যান। বিবি হাজেরা স্বামীকে বললেনঃ আমাদের এমন মরু প্রান্তরে ফেলর রেখে কেন চলে যান? উত্তরে তার স্বামী বললেন আল্লাহর নির্দেশ। বিবি হাজেরা বললেন তাহলে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তিনি অবশ্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন। যাওয়ার সময় হযরত ইবরাহিম (আ.) তাঁদের জন্য দোয়া করলেন।

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

নবি ইবরাহিম (আ.) এর প্রার্থনা আল্লাহ তায়ালা কবুল করলেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) এর রেখে যাওয়া সামান্য খাদ্য ও পানীয় কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। মা ও শিশু পুত্র ক্ষধা পিপাসায় কাতর। মা হাজেরা নিকটস্থ সাফা পাহড়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন। আবার মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারিদিকে তাকান কোথাও কোন কাফেলা দেখা যায় কি না যাতে তাদের নিকট থেকে সামান্য পানি নিয়ে পিপাসা কাতর পুত্রের মুখে দেওয়া যায়।

কিন্তু কোথাও কোন জনমানবের চিহ্নও দেখা গেল না। এমনিভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করলেন। তারই নিদর্শনস্বরূপ হাজিগণ ঐ স্থানে (সাঈ) দ্রুত হাঁটেন। মা হাজেরা কোথাও পানির সন্ধান না পেয়ে শিশুর কাছে ফিরে এসে বিস্ময়ে দেখলেন নিকটেই মাটি ফুঁড়ে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা বইছে। এ পানির ফোয়ারাই ছিল বিখ্যাত যমযম কূপের উৎস। বিবি হাজেরা শিশু ইসমাইলকে পানি পান করিয়ে তার তৃষ্ণা

নিবারণ করলেন। নিজেও তৃপ্তিসহকার পানি পান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। মরুভূমিতে যেখানে পানি থাকে সেখানে আকাশে পাখি ওড়ে। দূর হতে তা দেখে কাফেলা এসে জমা হয়। জুরহুম বংশের এক বাণিজ্য কাফেলা এসে মা হাজেরার অনুমতি নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করল। ক্রমে আরও লোকজন জড়ো হল। সকলের বিশ্বাস এ পুণ্যাত্মা মা ও শিশুর কল্যাণেই আল্লাহ তায়ালা এ ঊষর মরুর বুক চিরে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করছেন। ধীরে ধীরে মক্কা একটি জনপদে পরিণত হল। হযরত ইসমাইল যখন কিশোর বয়সে উপনীত হলেন তখন ইবরাহিম (আ.) একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আদেশ করলেন।

আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য হযরত ইবরাহিম (আ.) আপন পুত্রকে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম (আ.) কে কাবাঘরের স্থানটি দেখিয়ে তা পুনঃনির্মাণের আদেশ দিলেন। ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে পবিত্র কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে হজ্জের নির্দেশ দিয়ে মানুষকে আহবান করতে বলেন। ইবরাহিম (আ.) এর আহ্বানে কাবা শরিফ আবার তাওহিদপন্থীদের পুণ্যভূমিতে পরিণত হল। হযরত ইবরাহিম (আ.) চলে গেলেন আপন কর্মক্ষেত্রে। আর হযরত ইসমাইল (আ.) রয়ে গেলেন মক্কায়। পরবর্তীকালে তিনিও নবি হলেন। মৃত্যুর সময় কাবার দায়িত্বভার অপর্ণ করে গেলেন আপন বংশধরের উপর।

কালক্রমে তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজা শুরু করল। কাবাগৃহে তারা স্থাপন করল ৩৬০টি মূর্তি। হাজের সময় ইবরাহিম (আ.) এর প্রথাগুলো পালিত হতো। তবে তারা পূজা অর্চনা করত প্রতিমার সামনে। উত্তরাধিকার সূত্রে কুরাইম বংশ তখনো কাবার রক্ষক এবং হজের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। যার ফলে দেশ বিদেশে ছিল তাদের যথষ্ট সম্মান। আর এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। বাল্যকাল থেকে তিনি মূর্তিপূজাকে অপছন্দ করতেন। মক্কায় অতি অল্পসংখ্যক লোক তখনো মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন। তাঁদের বলা হতো হানিফ বা একনিষ্ঠ। তাঁরা মূর্তি পূজা না করে ইবরাহিমি হজ পালন করতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবি করিম (স.) পুনরায় ইবরাহিমি হজ চালু করেন।

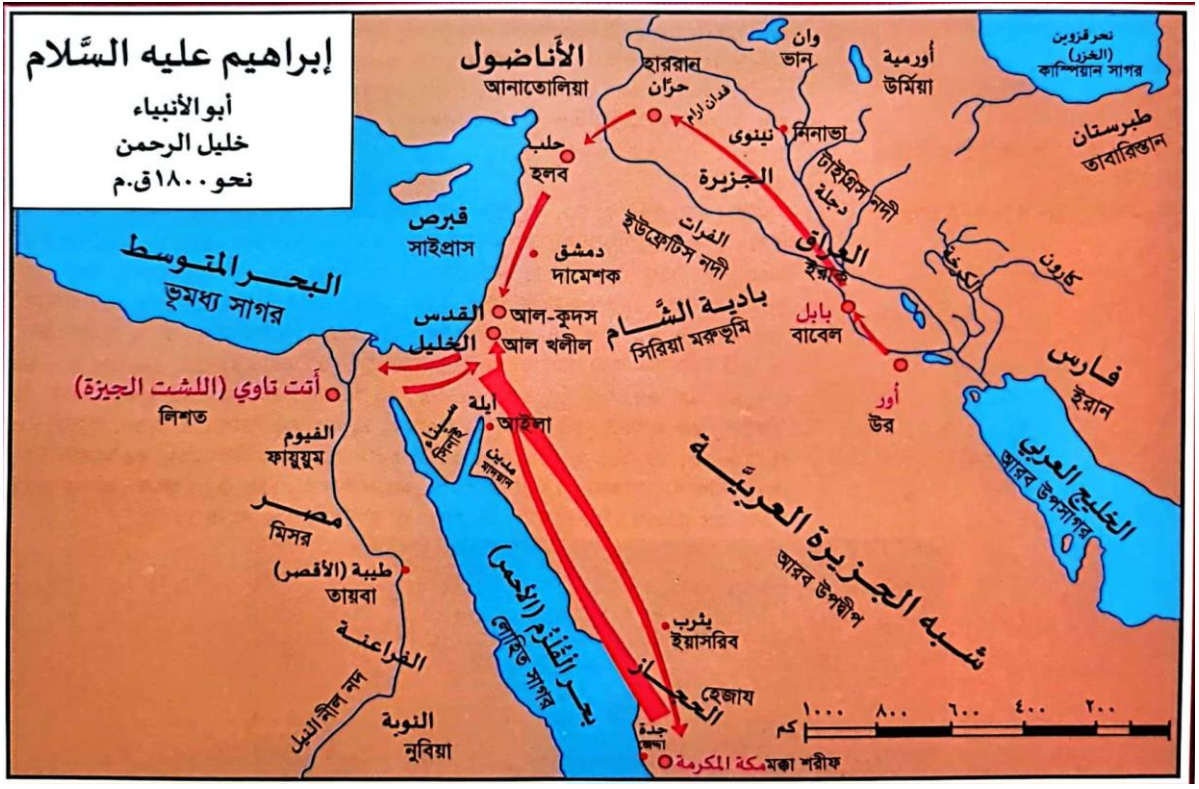

إبراهيم عليه السَّلام
أبو الأنبياء
خليل الرحمن
نحو ١٨٠٠ق.م
الأناضول
আনাতোলিয়া
হাররান
حرّان
فدان ارام
وان
ভান
أورمية
উর্মিয়া
(الخزر)
কাস্পিয়ান সাগর
طبرستان
তাবারিস্তান
نينوى
নিনাভা
حلب
হলব
الجزيرة
دجلة
টাইগ্রিস নদী
الفرات
ইউফ্রেটিস নদী
قبرص
সাইপ্রাস
دمشق
দামেশক
البحر المتوسط
ভূমধ্য সাগর
العراق
ইরাক
الكرخة
كارون
القدس
আল-কুদস
الخليل
আল খলীল
بادية الشَّام
সিরিয়া মরুভূমি
بابل
বাবেল
فارس
ইরান
أتت تاوي (اللشت الجيزة)
লিশত
أور
উর
أيلة
আইলা
سيناء
সিনাই
مدين
মাদয়ান
الفيوم
ফায়্যুম
شبه الجزيرة العربيّة
আরব উপদ্বীপ
الخليج العربي
আরব উপসাগর
مصر
মিসর
طيبة (الأقصر)
তায়বা
يثرب
ইয়াসরিব
الفراعنة
بحر القلزم (الأحمر)
লোহিত সাগর
نهر النيل
নীল নদ
الحجاز
হেজায
النوبة
নুবিয়া
جدة
জেদ্দা
مكة المكرمة
মক্কা শরীফ
كم
١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠

বায়তুল্লাহ সংস্কারের ইতিহাস

সর্বপ্রথম কাবা নির্মাণ করেন ফেরেশতারা। এরপর পুনর্নির্মাণ করেন যথাক্রমে হজরত আদম (আ.), হজরত শীষ (আ.), হজরত ইব্রাহিম (আ.), আমালিকা সম্প্রদায়, জুরহাম সম্প্রদায়, কুসাই বিন কিলাব, মোযার সম্প্রদায়, কুরাইশগণকে নিয়ে হজরত মুহাম্মদ (সা.)। এসময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে বর্তমান স্থানে স্থাপন করেছিলেন। এরপর ৬৪ হিজরিতে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), ৭৪ হিজরিতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এবং ১২তম বার ১০৪০ হিজরিতে ওসমানিয়া খলিফা চতুর্থ মুরাদ। এটাই আজ পর্যন্ত কাবাঘরের সর্বশেষ সংস্কার কাজ। এরপর ছোটখাট সংস্কার ছাড়া কেউ কাবাঘরে হাত দেয়নি। ৬৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে কাবা ঘরে আগুন লাগে। এর ফলে কাবা এতো দূর্বল হয়ে যায় যে এর উপর একটা কবুতর বসলেও তার পাথর খসে পড়তো। ঘটনাটা ঘটে যখন ইয়াজিদের পাঠানো সৈন্যরা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (র) এর বিরুদ্ধে কাবা চত্বরে আক্রমণ করে। তখন কাবার আশে পাশে অনেক তাবু ছিলো। যাতে ইবনে যুবায়ের ও তার সাথীরা আশ্রয় নেয়। তখন একটা তাবুতে আগুন লাগে। কাবার গায়েও কাপড়ের গিলাফ চড়ানো ছিলো। আর কাবার দেওয়াল ছিলো ইটের আর ছাদ ছিলো কাঠের তৈরি। এই অগ্নিকাণ্ডে কাবা প্রচন্ড দুর্বল হয়ে যায়। ইবনে যুবায়ের তখন কাবাকে ভেংগে আবার নতুন করে নির্মাণ করেন। তিনি কাবাকে ইব্রাহিম আ এর ভিত্তির উপর নির্মাণ করেন যেমনটা রসুলুল্লাহ স চেয়েছিলেন। তিনি কাবাকে হাতিম সহ পূর্ণাঙ্গ রূপে তৈরি করেন। এতে ছিলো দুটি দরজা। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে। দরজাগুলা ছিলো নিচু। এর আগে মুশরিকরা দরজাগুলা উচু করে বানিয়েছিলো। যাইহোক ইবনে যুবায়ের ইব্রাহিম আ এর মতো কাবা নির্মাণ করেন। এরপর তিনি তা উদযাপনের জন্য উমরাহ করেন আর ১০০ উট যবাই করেন। কিন্তু এরপর যখন ইবনে যুবায়ের ইন্তেকাল করেন তখন উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ মক্কায় প্রবেশ করে আর ততকালীন খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কথানুযায়ী কাবাকে ভেংগে আবার মুশরিকদের সময়কার গঠনে নির্মাণ করে। তিনি হাতিমকে ভেঙে দেন আর একটা দরজা বন্ধ করে দেন। কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত হচ্ছে, এক হাবশী কা'বাঘর ধ্বংস করে ফেলবে। এরপর কা'বা ঘর আর নির্মিত হবে না। কা'বা ঘর ধ্বংসের ঘটনা সেই দিন ঘটবে যেদিন 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মত কোনো লোক পৃথিবীতে থাকবে না। এরপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।

মক্কা

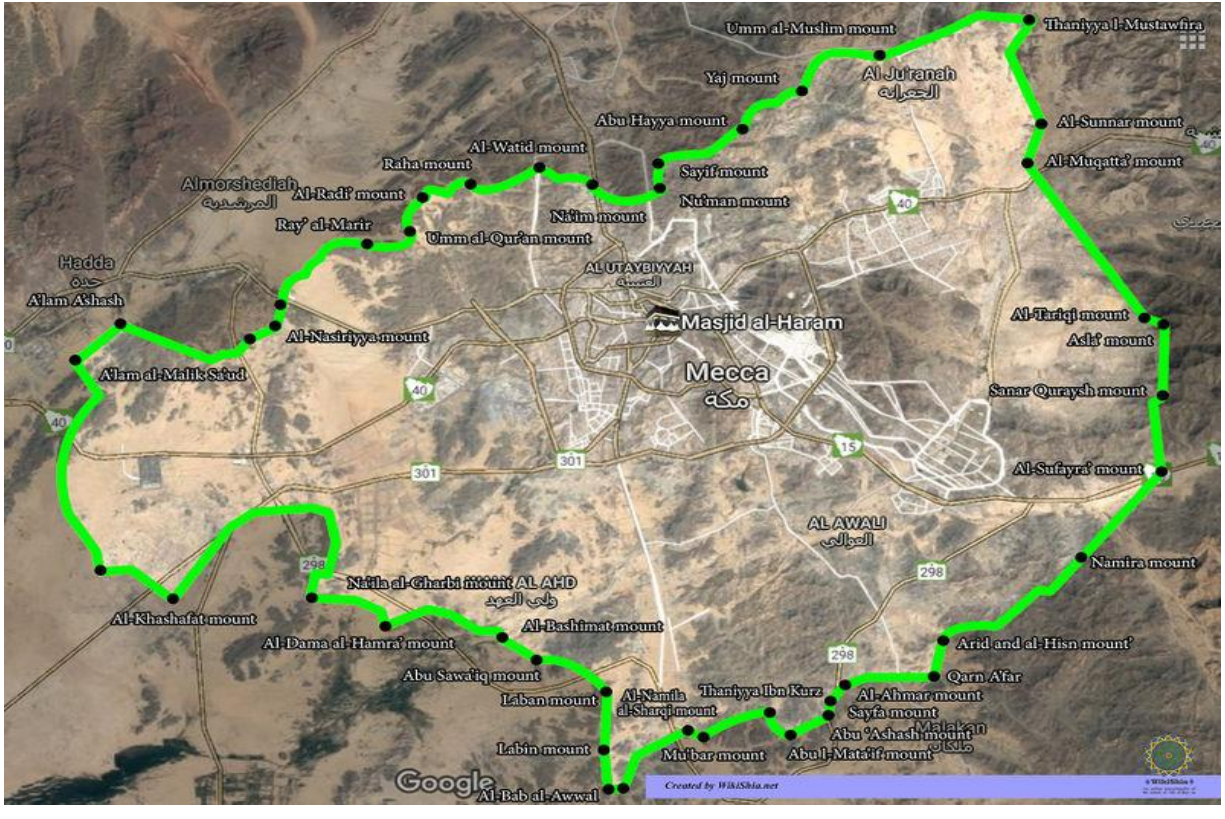

Umm al-Muslim mount
Thaniyya l-Mustawfira
Yaj mount
Al Ju'ranah
الجعرانة
Abu Hayya mount
Al-Sunnar mount
Al-Watid mount
Raha mount
Sayif mount
Al-Muqatta' mount
Almorshediah
المرشدية
Al-Radi' mount
Nu'man mount
Na'im mount
Ray' al-Marir
Umm al-Qur'an mount
Hadda
حدة
A'lam A'shash
AL UTAYBIYYAH
العتيبة
Masjid al-Haram
Al-Tariqi mount
Asla' mount
Al-Nasiriyya mount
A'lam al-Malik Sa'ud
Mecca
مكة
Sanar Quraysh mount
Al-Sufayra' mount
AL AWALI
العوالي
Namira mount
Na'ila al-Gharbi mount
AL AHD
ولي العهد
Al-Khashafat mount
Al-Bashimat mount
Al-Dama al-Hamra' mount
Arid and al-Hisn mount'
Abu Sawa'iq mount
Qarn A'far
Laban mount
Al-Namila al-Sharqi mount
Thaniyya Ibn Kurz
Al-Ahmar mount
Sayfa mount
Abu 'Ashash mount
Malakan
ملكان
Labin mount
Mu'bar mount
Abu l-Mata'if mount
Al-Bab al-Awwal
Google
Created by WikiShia.net

কুরআন কারীমে পবিত্র মক্কা নগরীর কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ১- মক্কা; ২- বাক্কা; ৩- উম্মুল কুরা; ৪- আল-বালাদুল আমীন। মক্কা নগরীতে আল্লাহ তা'আলার অনেক নিদর্শন রয়েছে: যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

আল্লাহ তা'আলা আল-বাইতুল 'আতীক অর্থাৎ কা'বার সম্মানার্থে 'হারাম' সীমানা নির্ধারণ করেছেন এবং একে নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরীলের মাধ্যমে ইবরাহীম আ. কে হারামের সীমানা দেখিয়ে দেন। মক্কা বিজয় পর্যন্ত এ অবস্থাতেই সেটি অপরিবর্তিত ছিল। সে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সংস্কার করেন। এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ খেলাফতকালে চারজন কুরাইশীকে পাঠিয়ে আবারো তা সংস্কার করেন।

- পশ্চিম দিকে জেদ্দার পথে 'আশ-শুমাইসী' নামক স্থান পর্যন্ত। যাকে আল হুদায়বিয়া বলা হয়। এটি মক্কা থেকে ২২ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।
- দক্ষিণে 'তিহামা' হয়ে ইয়েমেন যাওয়ার পথে 'ইযাআত লিবন' নামক স্থান পর্যন্ত। যা মক্কা থেকে ১২ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।
- পূর্বে 'ওয়াদিয়ে উয়ায়নাহ' নামক স্থানের পশ্চিম কিনারা পর্যন্ত। যা মক্কা থেকে ১৫ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।
- উত্তর-পূর্ব দিকে 'জি'ইররানাহ' এর পথে। শারায়ে মুজাহেদীনের গ্রাম পর্যন্ত, যা মক্কা থেকে ১৬ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।
- উত্তরে 'তানঈম' নামক স্থান পর্যন্ত। এটি মক্কা থেকে ৭ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ রয়েছে, যা মসজিদে আয়েশা নামে বিখ্যাত।

১) আল্লাহ তা'আলা মক্কা নগরীকে হারাম (সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

'এ শহরটিকে আল্লাহ যমীন ও আসমান সৃষ্টির দিন থেকেই হারাম অর্থাৎ সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত এ শহরটি কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে।[1]

২) আল্লাহ মক্কা নগরীর কসম খেয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন

﴿وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ﴾ [التين: ١]

"কসম তীন ও যাইতূনের। কসম সিনাই পর্বতের এবং কসম এ নিরাপদ শহরের।" [সূরা আত-তীন, আয়াত: ১-৩] আয়াতে 'এই নিরাপদ শহর' বলে মক্কা নগরী বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ﴾ [البلد: ١]

"আমি কসম করছি এ শহরের। আর আপনি এ শহরের অধিবাসী।" [সূরা আল-বালাদ, আয়াত: ১-২]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫৩।

৩) মক্কা ও এর অধিবাসীর জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দো'আ করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ﴾ [ابراهيم:]

"আর (স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৫-৩৭]

৪) মক্কা নগরী রাসূলুল্লাহর প্রিয় শহর

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে বলেন,

«مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَمَا أَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ».

"কতই না পবিত্র শহর তুমি! আমার কাছে কতই না প্রিয় তুমি! যদি তোমার কাওম আমাকে তোমার থেকে বের করে না দিত তাহলে তুমি ছাড়া অন্য কোনো শহরে আমি বসবাস করতাম না।"[2]

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৯২৬।

৫. দাজ্জাল এ নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ».

“এমন কোনো ভূখণ্ড নেই যা দাজ্জালের পদভারে মথিত হবে না। তবে মক্কা ও মদীনায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। সেখানকার প্রতিটি গলিতে ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হেফাযতে নিয়োজিত রয়েছে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনটি ঝাঁকুনি খাবে। আল্লাহ (মদীনা থেকে) সকল কাফির ও মুনাফিককে বের করে দিবেন।”[3]

৬. ঈমানের প্রত্যাবর্তন

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِى جُحْرِهَا»

“ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত হিসেবে এবং সূচনা কালের মতই আবার তা অপরিচিত অবস্থার দিকে ফিরে যাবে। আর তা পুনরায় দু’টি মসজিদে ফিরে আসবে, যেমন সাপ নিজ গর্তে ফিরে আসে।”[4]

---

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৪৩।

৭. মসজিদুল হারামে সালাত আদায়ের সাওয়াব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ».

“আমার মসজিদে একবার সালাত আদায় মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার বার সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি উত্তম। তবে মসজিদুল হারামে একবার সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বেশি।”[5]

মসজিদে হারাম বলতে কেউ কেউ শুধু কা‘বার চতুষ্পার্শ্বস্থ সালাত আদায় করার স্থান বা মসজিদকে বুঝেছেন; কিন্তু অধিকাংশ শরী‘আতবিদের মতে, হারামের সীমারেখাভুক্ত পূর্ণ এলাকা মসজিদে হারামের আওতাভুক্ত।

---

[4] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬।

[5] মুসনাদে আহমাদ (২৩/৪৬), হাদীস নং ১৪৬৯৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪০৬; সহীহ ইবন হিব্বান : ১৬২০।

হাজরে আসওয়াদ

একটি মত অনুসারে, এটি আদমকে জান্নাত থেকে তার পতনের সময় দেওয়া হয়েছিল এবং এটি মূলত সাদা ছিল কিন্তু হাজ্জযাত্রীদের চুম্বন এবং স্পর্শ করার কারনে বা পাপের কারনে কালো হয়ে গিয়েছে। একটি বিবরণ অনুসারে, ইব্রাহিম আ.স. যখন পবিত্র কাবা নির্মাণ করছিলেন, তখন দেখা গেছে যে প্রাচীরটি সম্পূর্ণ করার জন্য পাথরগুলি ছোট ছিল। হযরত ইব্রাহীম তার পুত্র হযরত ইসমাইল আঃ কে কাবার পবিত্র প্রাচীর শেষ করার জন্য ফাঁকে ফিট করার জন্য উপযুক্ত পাথরের সন্ধান করতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন খালি হাতে ফিরে এলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন একটি চকচকে সাদা রঙের পাথর ইতিমধ্যেই ফাঁকা জায়গায় রাখা আছে। ইব্রাহীম আঃ তাকে বলেছিলেন যে অনন্য পাথরটি জিবরীল তার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

- কা'বাঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, যমীন থেকে ১.১০ মিটার উচ্চতায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত। হাজরে আসওয়াদ দৈর্ঘ্যে ২৫ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১৭ সেন্টিমিটার।
- পূর্বে হাজরে আসওয়াদ এক খণ্ড ছিল, কারামাতা সম্প্রদায় ৩১৯ (তিনশত উনিশ) হিজরীতে পাথরটি উঠিয়ে নিজদের অঞ্চলে নিয়ে যায়। সেসময় পাথরটি ভেঙে ৮ (আট) টুকরো হয়ে যায়। এ টুকরোগুলোর সবচেয়ে বড়টি খেজুরের মতো। টুকরোগুলো বর্তমানে অন্য আরেকটি পাথরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যার চারপাশে দেওয়া হয়েছে রুপার বর্ডার। তাই রুপার বর্ডারবিশিষ্ট পাথরটি চুম্বন নয় বরং তাতে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদের টুকরোগুলো চুম্বন বা স্পর্শ করতে পারলেই কেবল হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করা হয়েছে বলে ধরা হবে।
- ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وفي رواية هُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ».

"হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে নেমে এসেছে। আর এর রং দুধের চেয়ে সাদা। অন্য বর্ণনায়, বরফের চেয়েও সাদা ছিল। পরে আদম-

সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দেয়।”[6]

- ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا».

“নিশ্চয় ঐ দু’টির (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) কে স্পর্শ করার দ্বারা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”[7]

- ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেন,

«وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ».

“আল্লাহর কসম, হাজরে আসওয়াদকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান করবেন। তার থাকবে দু’টি চোখ যা দিয়ে সে দেখবে, আর থাকবে একটি জিহবা, যা দিয়ে সে কথা বলবে। যে তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে, তার পক্ষে সে কিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে।”[8]

---

[6] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৭; ইবন খুযাইমা, (৪/২৮২), হাদীস নং ২৭৩৩।

[7] নাসাঈ, (৫/২২১), হাদীস নং ২৯১৯।

[8] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৬১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯৪৪; আহমদ : (৪/৯১), হাদীস নং ২২১৫।

রুকনে ইয়ামানী

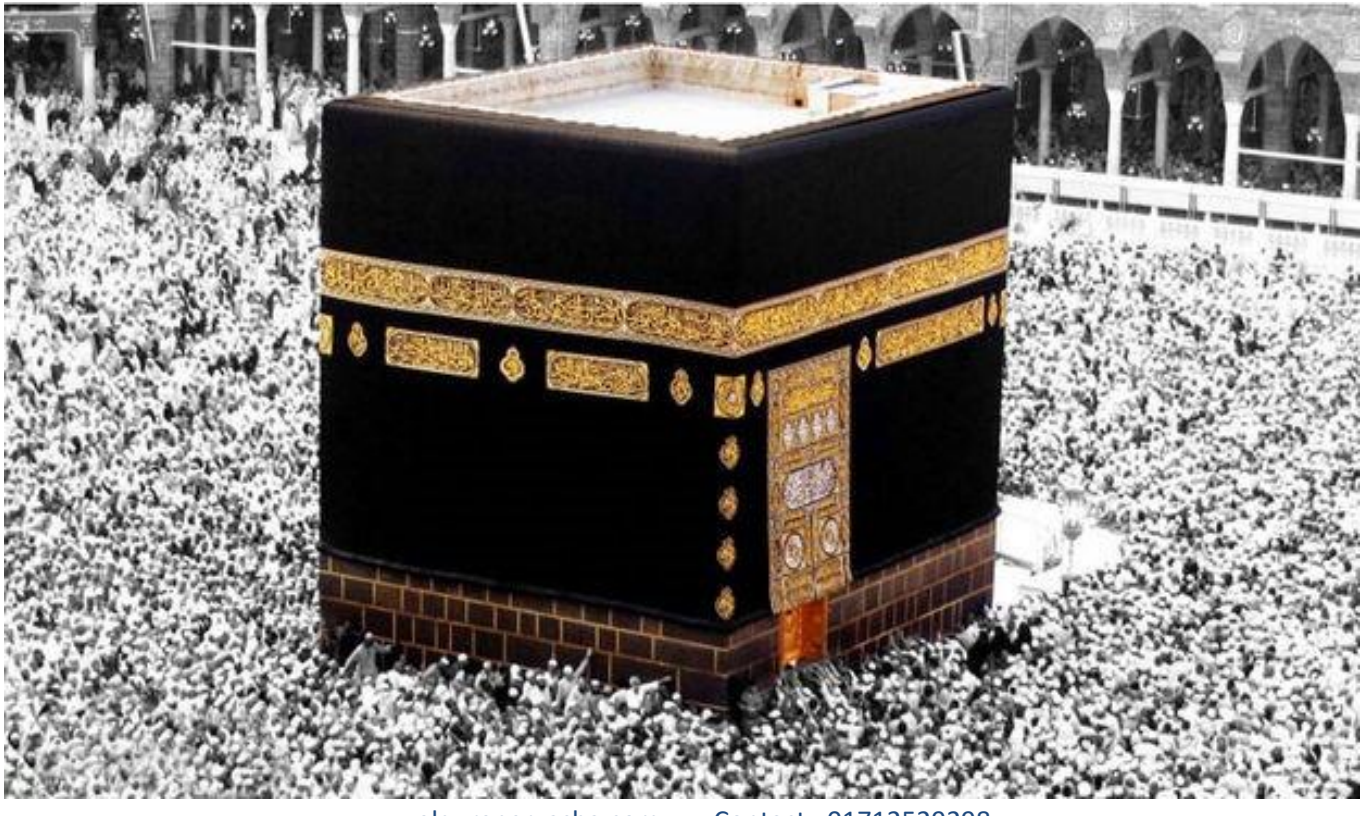

এটি কা'বাঘরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এটি ইয়ামান দেশের দিকে হওয়াতে একে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়েছে থাকে।[9] হাদীসে এসেছে, এই রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলে মানুষের গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا».

"নিশ্চয় ঐ দু'টি (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) কে স্পর্শ করার দ্বারা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"[10] অন্য হাদীসে এসেছে,

«يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان».

"রুকনে ইয়ামানী কিয়ামতের দিন আবূ কুবাইস পর্বতের চেয়েও বড় আকারে আবির্ভূত হবে। তার থাকবে দু'টি জিহবা এবং দু'টি ঠোঁট।"[11] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে: এটিকে চুমু না দিয়ে শুধু স্পর্শ করা। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَمْ أَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

"দু'টি রুকন ইয়ামানী ছাড়া আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করতে দেখি নি।"[12]

---

[9] নাববী, শরহু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২/৮৪৪।

[10] নাসাঈ, (৫/২২১), হাদীস নং ২৯১৯।

[11] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : (২/২৯), হাদীস নং ১১৪৫; মুসনাদ আহমদ, (১১/৫৬০), হাদীস নং ৬৯৭৮। তবে মুসনাদ আহমদের বর্ণনায় শুধু রুকন শব্দ বলা হয়েছে।

[12] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬৭।

মুলতাযাম

হাজরে আসওয়াদ থেকে কা'বা শরীফের দরজা পর্যন্ত জায়গাটুকুকে মুলতাযাম বলে।[13] মুলতাযাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ এঁটে থাকার জায়গা। আবদুর রহমান ইবন সাফওয়ান বলেন,

رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ مِنْ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَهُمْ.

"আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের কা'বা ঘর থেকে বের হতে দেখলাম। অতঃপর তারা কা'বাঘরের দরজা থেকে নিয়ে হাতীম পর্যন্ত স্পর্শ করলেন এবং তারা তাদের গাল বাইতুল্লাহ'র সাথে লাগিয়ে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের মাঝে ছিলেন।"[14]

- সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় এসে মুলতাযামে যেতেন এবং সেখানে দু'হাতের তালু, দু'হাত, চেহারা ও বক্ষ রেখে দো'আ করতেন। বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে বা পরে অথবা অন্য যেকোনো সময় মুলতাযামে গিয়ে দো'আ করা যায়। ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন,

إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ وَالْبَابِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ وَيَدْعُوْ، وَيَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ، فَعَلَ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ، فَإِنَّ هَذَا الإِلْتِزَامُ لاَ فَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ حَالَ الْوَدَاعِ وَغَيْرِهِ، وَالصَّحَابَةُ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ مَكَّةَ.

---

[13] আল মুসান্নাফ লি আব্দির রায্যাক : (৫/৭৬), হাদীস নং ৯০৪৭

[14] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮৯৮। এই হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কিন্তু তার অনুরূপ একটি হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি রুকন ও দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন। তিনি তার বক্ষ, দু'বাহু ও দু'হাতের তালু সম্প্রসারিত করে কা'বাঘরের ওপর রাখলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছি। আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮৯৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৯৬২। এ হাদীসের সনদ উত্তম।

“যদি সে ইচ্ছা করে হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থান মুলতাযামে আসবে। অতঃপর সেখানে তার বক্ষ, চেহারা, দুই বাহু ও দুই হাত রাখবে এবং দো‘আ করবে, আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজনগুলো চাইবে, তবে এরূপ করা যায়। বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বেও এরূপ করতে পারবে। মুলতাযাম ধরার ক্ষেত্রে বিদায়ী অবস্থা ও অন্যান্য অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর সাহাবীগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন এরূপ করতেন।”[15]

[15] ইবন তাইমিয়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া : (২৬/১৪২)।

হিজর বা হাতীম

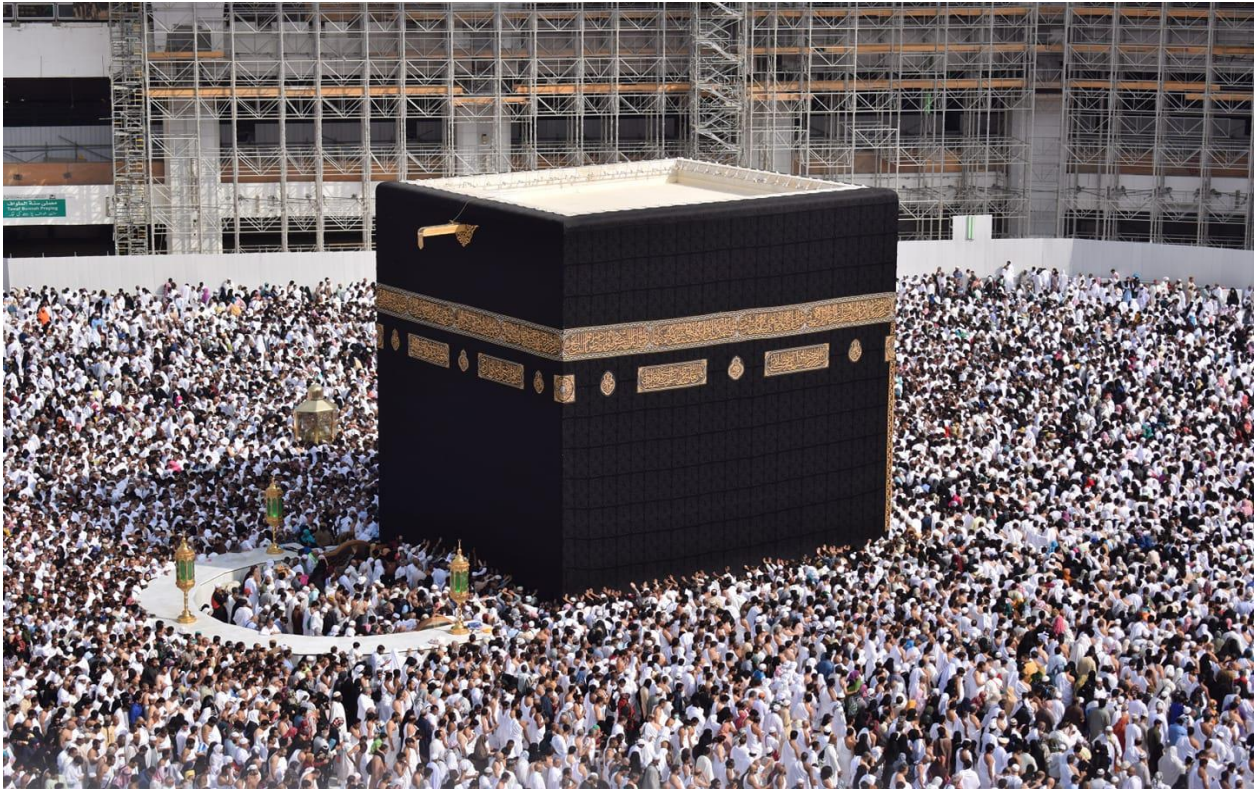

হিজর বা হাতীম হচ্ছে, কা'বার উত্তরদিকে অবস্থিত অর্ধেক বৃত্তাকার অংশ। হাতীম শব্দের অর্থ ভগ্নাংশ। আর হিজর অর্থ পাথর স্থাপন করা। এটা কা'বা ঘরের অংশ। অর্থাভাবে কা'বার পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশরা এজায়গাটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারে নি। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির স্থানগুলোতে পাথর স্থাপন করল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ».

"তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বাঘর পুনর্নিমাণের সময় একে ছোট করে ফেলেছে। তারা যদি সদ্য শির্ক থেকে আগত না হত তবে যে অংশটুকু তারা বাইরে রেখেছে সেটুকু আমি কা'বাঘরের ভেতরে ফিরিয়ে আনতাম। আমার মৃত্যুর পর তোমার সমাজের লোকেরা যদি পুনরায় একে নির্মাণ করতে চায়। (তখন তুমি তাদেরকে এটা দেখিয়ে দিবে।) তাই এসো হে আয়েশা! তোমাকে ঐ স্থানটুকু দেখিয়ে দেই যেটুকু কুরাইশরা কা'বাঘর পুনর্নির্মাণের সময় বাইরে রেখেছে। এই বলে তিনি বাইরে থাকা সাত হাত পরিমাণ স্থান দেখিয়ে দিলেন।"[16]

হিজরে সালাত আদায় করা কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায়ের সমান। কারণ এটা কা'বাঘরেরই অংশ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لِي صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ.

[16] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৩।

“আমি কা‘বা গৃহে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে আগ্রহ প্রকাশ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হিজরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি কা‘বাঘরে প্রবেশ করতে চাইলে হিজরে সালাত আদায় কর। কারণ এটা কা‘বারই অংশ। কিন্তু তোমার সমাজের লোকেরা কা‘বার পুনর্নির্মাণের সময় এটাকে ছোট করে ফেলেছে এবং হিজরকে কা‘বার বাইরে রেখে দিয়েছে।”[17]

[17] নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১২; মুসনাদ আহমাদ : (৪০/১৬৩), হাদীস নং ২৪৬১৬; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ৩০১৮।

মাকামে ইবরাহীম

মাকাম শব্দের আভিধানিক অর্থ, দণ্ডায়মান হওয়ার জায়গা। আর মাকামে ইবরাহীম অর্থ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দণ্ডায়মান হওয়ার জায়গা। এটি একটি বড় পাথর, যার ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা নির্মাণ করেছিলেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কারণ,

- এটি কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন, যাতে পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কা'বাঘর নির্মাণ করতে পারেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পাথর এনে দিতেন এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পবিত্র হাতে তা কা'বার দেয়ালে রাখতেন। এভাবে তিনি কা'বাঘর নির্মাণ করেন।[18]
- এটি জান্নাত থেকে আগত ইয়াকূত পাথর। হাদীসে এসেছে, 'রুকন (হাজরে আসওয়াদ) ও মাকামে ইবরাহীম- পাথর দু'খানি জান্নাতের ইয়াকুত পাথরগুলোর মধ্য থেকে দু'টি পাথর, আল্লাহ যেগুলোকে আলোহীন করে দিয়েছেন। যদি তিনি এসবকে আলোহীন না করে দিতেন, তবে তা পূর্ব-পশ্চিমকে আলোকিত করে দিত।'[19]
- হারাম শরীফের প্রকাশ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মাকামে ইবরাহীম। কা'বাঘরের নির্মাণ কাজ শেষে ঐ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সারা বিশ্বের মানুষকে হজের আহবান জানিয়েছিলেন।[20]
- কুরআনুল কারীমে মাকামে ইবরাহীমকে হারাম শরীফের স্পষ্ট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَ ﴾ [ال عمران:]

---

[18] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪।

[19] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৮; মুসনাদ আহমদ, (২/২১৩); ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৭৩১

[20] আল-ফাসী, শিফাউল গারাম : (২০৩/১)।

“তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, বাইতুল্লাহ’য় আল্লাহর কুদরতের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে এবং খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিদর্শনাবলি রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো ঐ পাথরে তাঁর খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদচিহ্ন, যার উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।[21]

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহ’র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পর মানুষকে এর উপর দাঁড়িয়েই আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেন তারা তালবিয়া পাঠ করতে করতে হজ পালনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রভূর ঘরের দিকে ছুটে আসে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧ ﴾ [الحج: ٢٧]

“আর মানুষের নিকট হজের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৭]

সে নির্দেশ অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাকামে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা প্রদান করলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পাথরটির উপর দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে মানুষ, তোমাদের ওপর হজ ফরয করা হয়েছে। ঘোষণাটি তিনি সে অনাগত প্রজন্মকেও শুনিয়ে দিলেন, যারা ছিল তখনও পুরুষের মেরুদন্ডে এবং নারীদের গর্ভে। যারা ঈমান এনেছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা হজ করবেন বলে আল্লাহ জানতেন তারা এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বললেন,

[21] তাফসীরে তাবারী : (৪/১১)।

‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’।’[22]

- ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদচিহ্নের একটি ১০ সেন্টিমিটার গভীর ও অন্যটি ৯ সেন্টিমিটার। লম্বায় প্রতিটি পা ২২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১১ সেন্টিমিটার। বর্তমানে এক মিলিয়ন রিয়াল ব্যয় করে মাকামের বাক্সটি নির্মাণ করা হয়েছে। পিতল ও ১০ মিলি মিটার পুরো গ্লাস দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এটি। ভেতরের জালে সোনা চড়ানো। হাজরে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইবরাহীমের দূরত্ব হলো ১৪.৫ মিটার।[23]
- তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু’রাকাত সালাত আদায় করতে হয়। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় করলে এ বিধান পালন হয়ে যায়।

[22] ইবন হাজার তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে ৬৬৮ নং হাদীসের সনদ সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন।

[23] ড ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আব্দুল গনী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।।

মাতাফ

কা'বা শরীফের চারপাশে উন্মুক্ত জায়গাকে মাতাফ বলে। মাতাফ শব্দের অর্থ, তাওয়াফ করার জায়গা। মাতাফ সর্বপ্রথম পাকা করেন আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৫ হিজরীতে। এর আয়তন ছিল তখন কা'বার চারপাশে প্রায় ৫ (পাঁচ) মিটারের মত। কালক্রমে মাতাফ সম্প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে মাতাফ শীতল মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রচণ্ড রোদের তাপেও শীতলতা হারায় না, ফলে হাজীগণ আরামের সাথে তার ওপর দিয়ে হেঁটে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে পারেন।

সাফা

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ١٥٨﴾

কা'বা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, ১৩০ মিটার দূরে, সাফা পাহাড় অবস্থিত। সাফা একটি ছোট পাহাড়, যার ওপর বর্তমানে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। এ পাহাড়ের একাংশ এখনও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। আর বাকি অংশ পাকা করে দেওয়া হয়েছে। সমতল থেকে উঁচুতে এই পাকা অংশের ওপরে এলে সাফায় উঠেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। সাফা পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এখনও পবিত্র কা'বা দেখা যায়।

রসুলুল্লাহ (স) এর বয়স যখন তেতাল্লিশ বছর তখন প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল হয়। "আর তুমি তোমার নিকট আত্মীয়কে সতর্ক করো" । এরপর রসূল (স) বনু হাশেমকে একত্রিত করে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন। এর পর একদিন সাফা পাহাড়ের উপর সমগ্র মক্কাবাসীর উপস্থিতিতে বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে দাওয়াত দেন। আবু লাহাব তখন রসুলুল্লাহ (স) কে তিরস্কার করেন। ফলশ্রুতিতে সুরা লাহাব নাযিল হয়।

মারওয়া

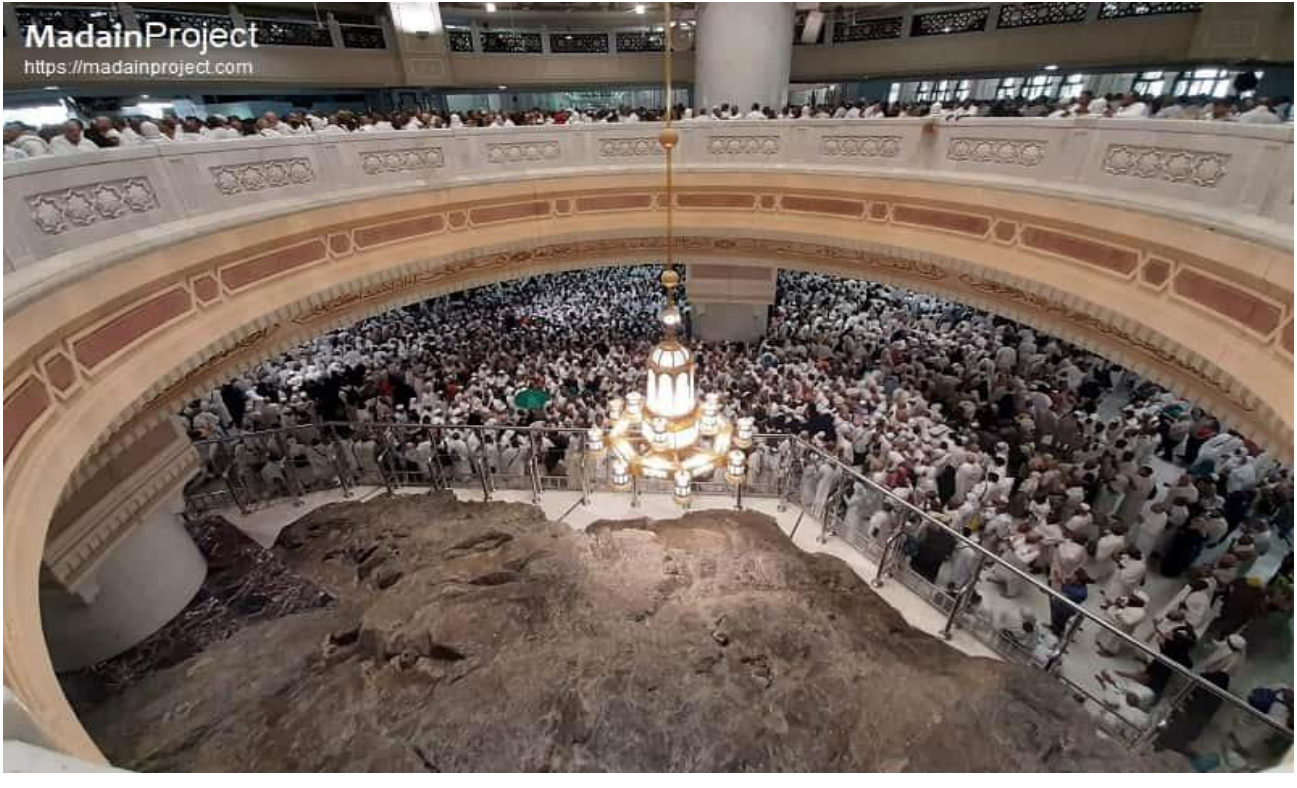

শক্ত পাথরের ছোট্ট একটি পাহাড়। পবিত্র কা'বা থেকে ৩০০ মিটার দূরে পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমানে মারওয়া থেকে কা'বা শরীফ দেখা যায় না। মারওয়ার সামান্য অংশ খোলা রাখা হয়েছে। বাকি অংশ পাকা করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মাস‘আ

সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে মাস'আ বলা হয়। মাস'আ দৈর্ঘ্যে ৩৯৪.৫ মিটার ও প্রস্থে ২০ মিটার। মাস'আর গ্রাউণ্ড ফ্লোর ও প্রথম তলা সুন্দরভাবে সাজানো। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ভিড় হলে প্রথম বা দ্বিতীয় তলায় গিয়েও সা'ঈ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে ছাদে গিয়েও সা'ঈ করা যাবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে, আপনার সা'ঈ যেন মাস'আর মধ্যেই হয়। মাস'আ থেকে বাইরে দূরে কোথাও সাঈ করলে সাঈ হয় না।

নবীজীর জন্মস্থান

নবীজীর পবিত্র জন্মস্থানটি সুপরিচিত তবে এটা নিশ্চিত জ্ঞান নয়। শি'আবে আলীর প্রবেশমুখে অবস্থিত। বনী হাশেম গোত্র যেখানে বাস করত সেটিই শি'আবে আলী। যেখানে কুরাইশগণ বনূ হাশিম গোত্রকে অবরুদ্ধ করে রাখে। মানুষ বরকত স্বরূপ সে স্থানের মাটি গ্রহণ করা শুরু করেছিল। যা একটি গর্হিত ও শির্কী কাজ। তাই পরবর্তীতে সেখানে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়। এটি শায়েখ আব্বাস কাত্তান ১৩৭১ হিজরীতে তার ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়ে নির্মাণ করেন।

হেরা পাহাড়

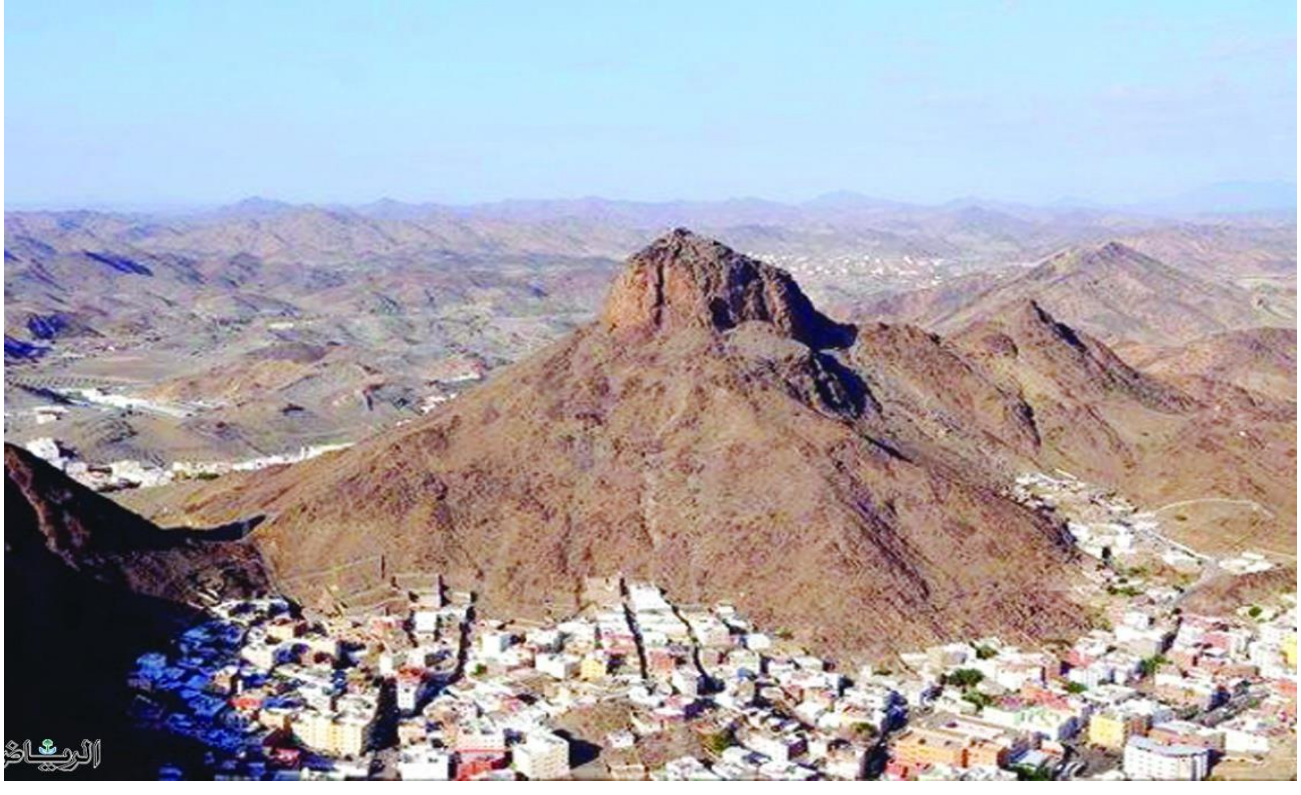

হেরা পাহাড় মক্কা খেকে মিনার পথে বাম দিকে অবস্থিত। এর উচ্চতা ৬৩৪ মিটার। বর্তমানে মক্কাবাসিরা একে জাবালে নূর বলে থাকেন। এ পাহাড়ের ওপরেই সেই গুহা রয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পূর্বে ইবাদত করতেন। ইবাদতরত অবস্থায় এখানেই সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল। এ গুহার প্রবেশদ্বার উত্তর দিক দিয়ে। এতে পাঁচজন লোক বসতে পারে। এর উচ্চতা মাঝারি আকারের। এ পাহাড়ে উঠলে মক্কার ঘর-বাড়ি দেখা যায়। দেখা যায় ছাওর পাহাড়। পাহাড়ের চূড়া উটের কুজের মত। মক্কাসহ সারা পৃথিবীতে হেরা পাহাড়ের মতো কোনো পাহাড় নেই। এ এক অনন্য পাহাড়।

www.alquranervasha.com || Contact: 01712529298

শিয়াবে আবি ত্বালিব

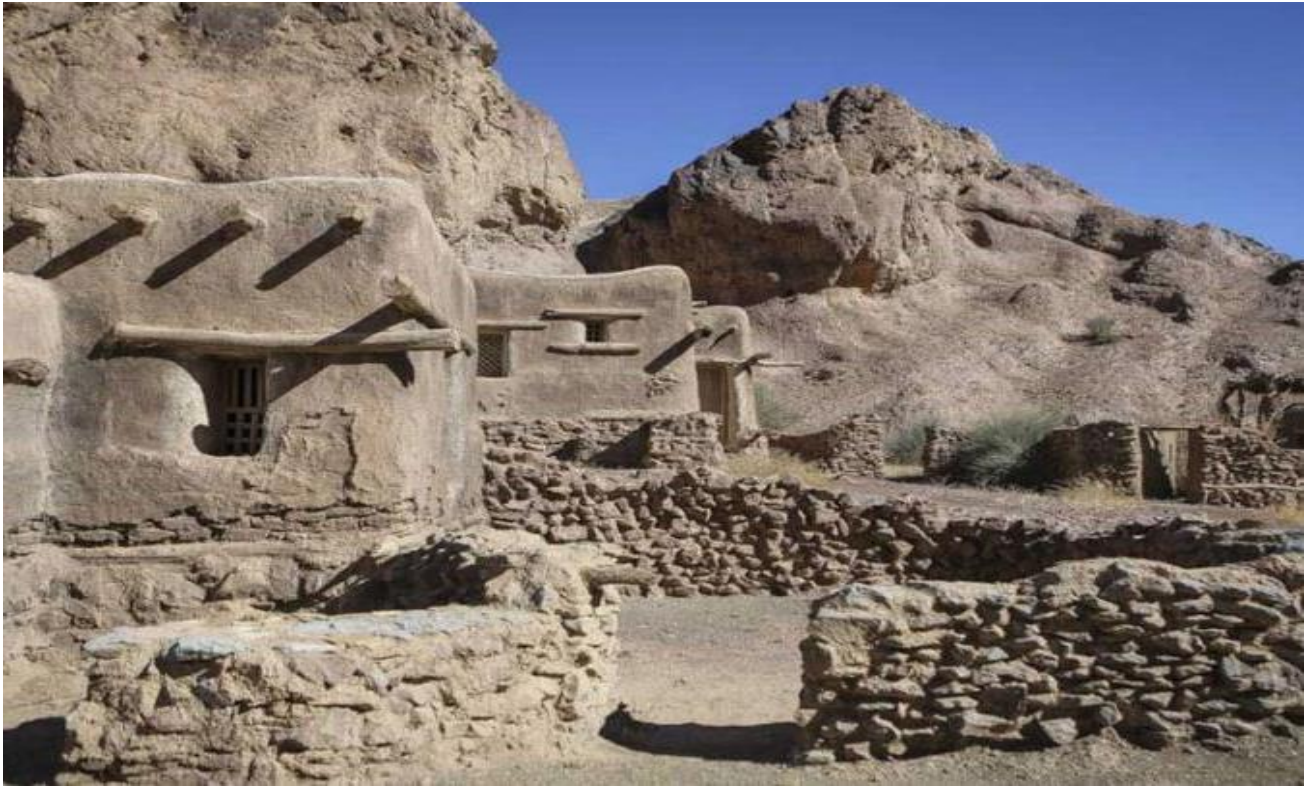

First Ring Rd
Haram Emergency Hospital
Makkah Al Mukarramah Library
Al Haram View Point
Eastern Parking
Safa and Marwa (Saee)
Al Tawfiq Plaza
Jabal Khandamah View Point
Al Salam Gate
Masjid al-Haram
Al Safa Royal Palace
Luluat Al Sharq
Inter Continental Dar al Tawhid Makkah
Le Méridien Makkah
Oasis Aldeafah
AlBaik
The Clock Towers
Makarem Ajyad Makkah
Mosque
Ajyad St
Zwar Al Bait
Kabootar Chowk (Pigeon Square)
Ajyad
Safiyye bint Abdulmuttalib Cami
Al Shohada
Tunnel

৭ম নববী বর্ষে মুশরিক নেতৃবৃন্দ মুহাছছাব উপত্যকায় সমবেত হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (বুখারী হা/১৫৯০, মুসলিম হা/১৩১৪)। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকলে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে,

(১) বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবের সাথে বিয়ে-শাদী বন্ধ থাকবে

(২) তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও যাবতীয় লেন-দেন বন্ধ থাকবে

(৩) তাদের সাথে উঠাবসা, মেলা-মেশা, কথাবার্তা ও তাদের বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ থাকবে- যতদিন না তারা মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে দিবে।

১লা মুহাররমের রাতে সম্পাদিত উক্ত অঙ্গীকারনামাটি কাবা গৃহের ভিতরে টাঙিয়ে রাখা হয়।

গারে ছাওর

গারে ছাওরটি ছাওর পাহাড়ে অবস্থিত। মসজিদে হারাম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। এর উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৪৮ মিটার আর পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রায় ৪৫৮ মিটার ওপরে। এ গর্তটি পাহাড়ের উপরে এক পাশে অবস্থিত, যার সর্বোচ্চ উচ্চতা ১.২৫ মিটার এবং সর্বোচ্চ দৈঘ্য ও প্রস্থ ৩.৫×৩.৫ মিটার। এ গর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

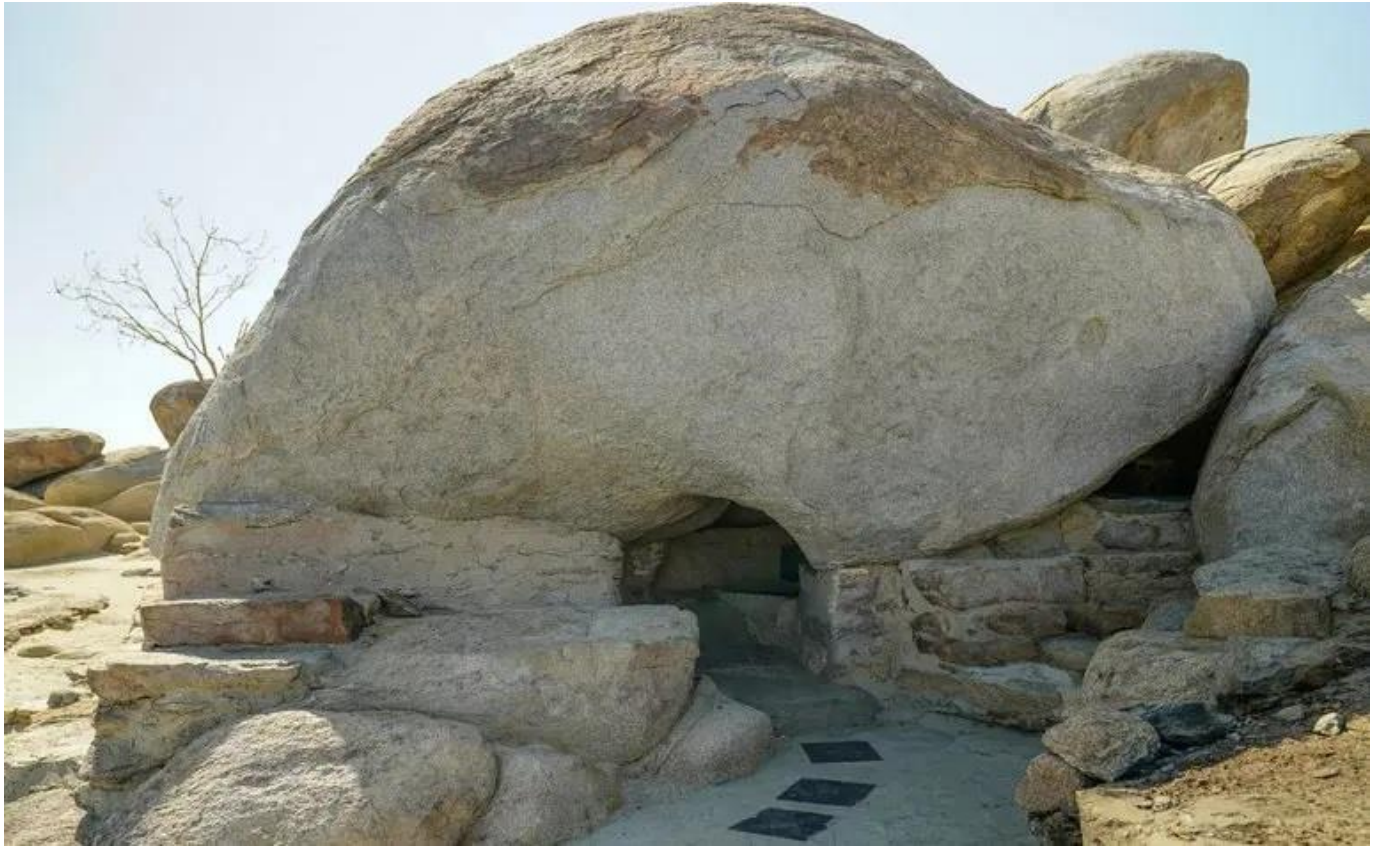

আবূ কুবাইস ও আজইয়াদ পাহাড়

আয়তনে খুব একটা বড় না হলেও আবূ কুবাইস মক্কার অন্যতম প্রসিদ্ধ পাহাড়। এ পাহাড়টি শি'আবে আবী তালেব ও 'আজইয়াদের মধ্যখানে অবস্থিত। বর্তমানে এর উপর বাদশার বাড়ী রয়েছে। আজইয়াদ হচ্ছে মক্কার উল্লেখযোগ্য পাহাড়। এটি মক্কার শক্তমাটির পাহাড়দ্বয়ের একটি। শক্ত মাটির অপরটি হলো, কু'আইকি'আন পাহাড়। এ দুই পাহাড়ের বিষয়ে হাদীসে রয়েছে- (আল্লাহ) বলেন, 'হে মুহাম্মদ, আপনি চাইলে আমি তাদেরকে (কাফেরদেরকে) এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে চাপা দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না বরং আমি আশা করি তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক জন্ম নিবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে।[24]

[24] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৩১।

দারুন নাদওয়া

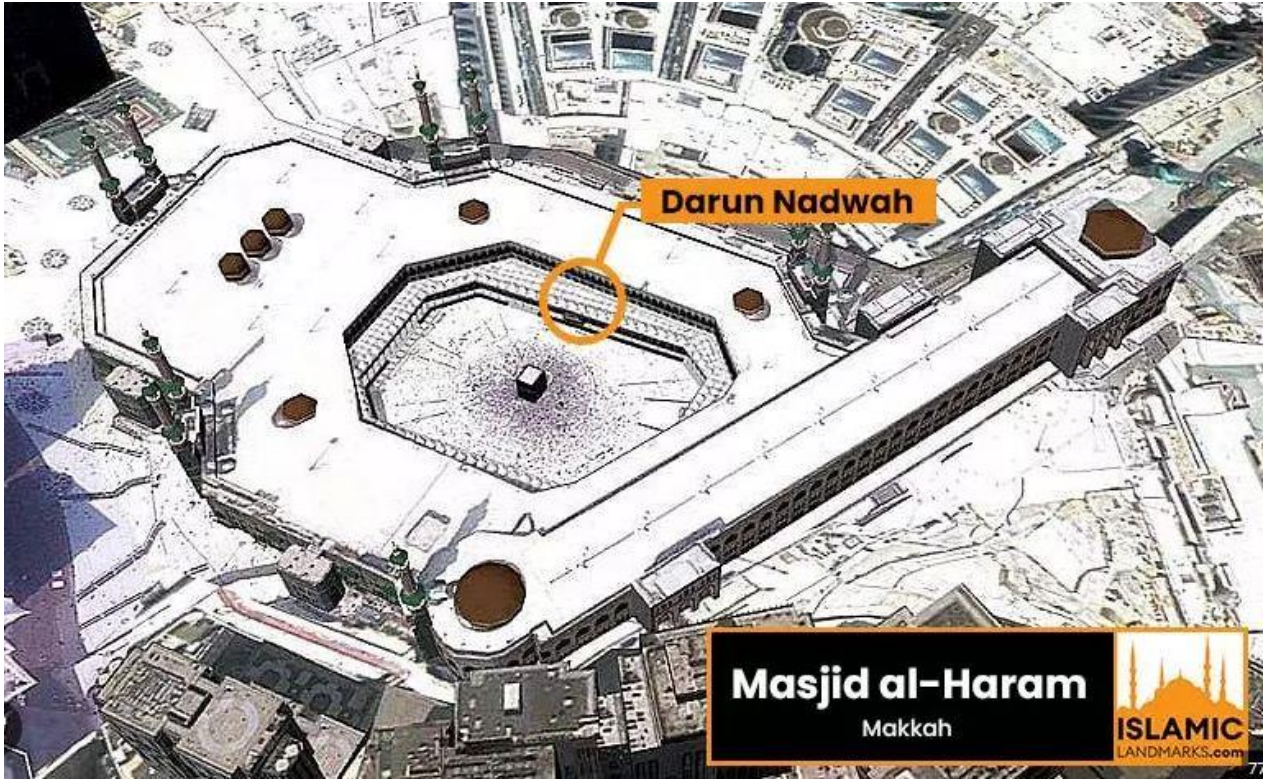

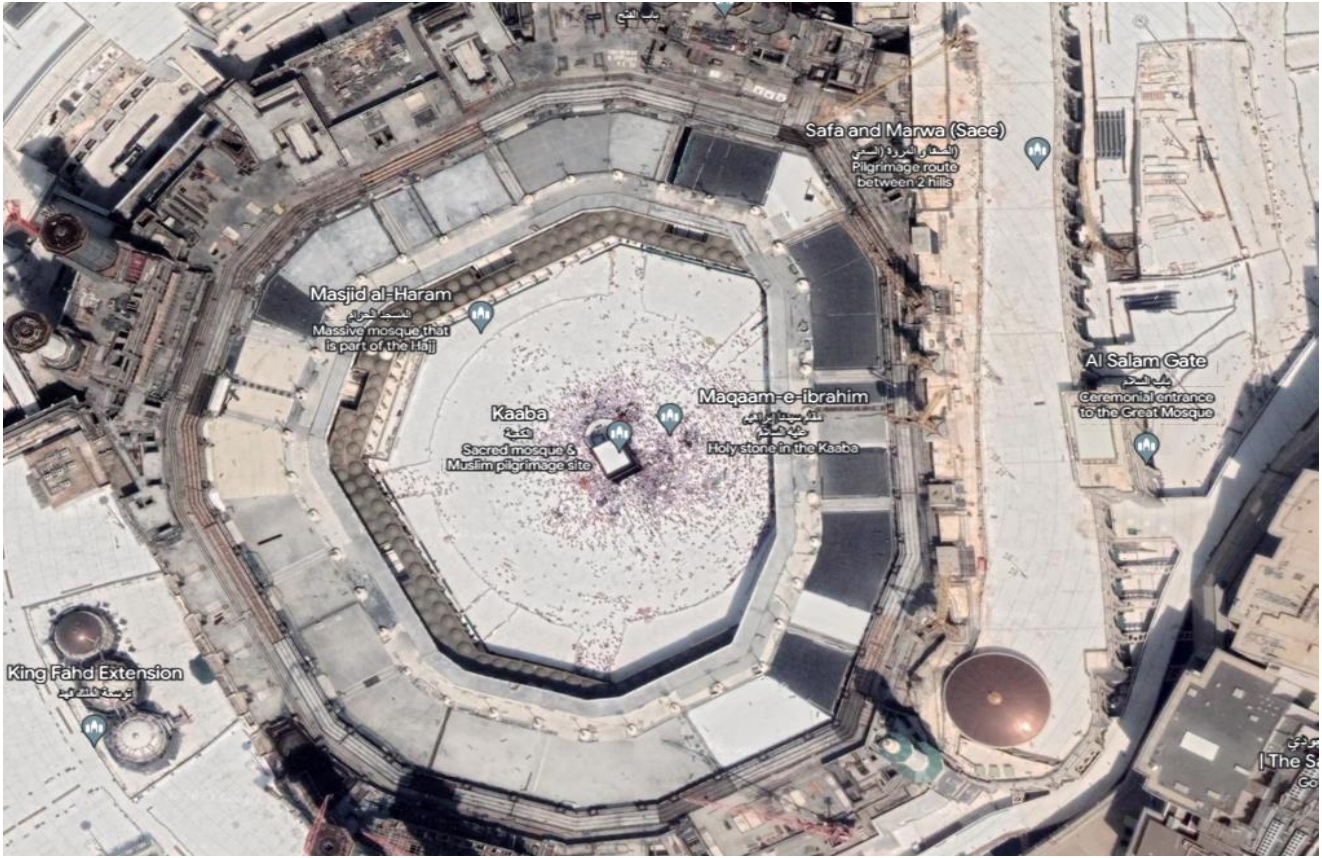
Safa and Marwa (Saee)
Pilgrimage route between 2 hills
Masjid al-Haram
Massive mosque that is part of the Hajj
Kaaba
Sacred mosque & Muslim pilgrimage site
Maqaam-e-ibrahim
Holy stone in the Kaaba
Al Salam Gate
Ceremonial entrance to the Great Mosque
King Fahd Extension

এটি নির্মাণ করেন কুসাই ইবন কিলাব হিজরতের প্রায় ২০০ বছর আগে। এ নামে নামকরণ করা হয় এ কারণে যে, তারা এখানে পরামর্শ করতো। এটাই ঐ গৃহ যেখানে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে একত্রিত হতো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনাও এখানেই করে। আববাসী খলীফা মু'তাদ্বাদ ২৮৪ হিজরীতে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের সময় দারুন নাদওয়াকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। বর্তমানে সেটা মসজিদে হারামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

উমরাহ

1
Ihram
উমরাহ
Yamani corner
Hajare Aswad
Maqam-e-Ibraheem
Tawaf 2
Zam Zam Water Taps
Mount Marwah
3
Mount Safa
Sa'iy
Start
Green Lights
Tahallul
4

বিশুদ্ধ মতানুসারে উমরা করা ওয়াজিব।[25] আর তা জীবনে একবার। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لاَ بُدَّ مِنْهُمَا فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ».

“প্রত্যেকের ওপর একবার হজ ও একবার উমরা ওয়াজিব,[26] যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। যে এরপর অতিরিক্ত করবে, তা হবে উত্তম ও নফল।”[27] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«الْحَجُّ وَالْعُمْرَة وَاجِبَتَانِ».

“হজ ও উমরা উভয়টা ওয়াজিব।”[28]

---

[25] ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে উমরা করা সুন্নাত। প্রমাণ, জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস: উমরা করা ওয়াজিব কি-না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছেন, لاَ وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ “না, তবে যদি উমরা করো তা হবে তোমার জন্য উত্তম।” উভয়পক্ষের দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করলে যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতই প্রাধান্যযোগ্য বলে মনে হয়।

[26] সুন্নাহের পরিভাষায় ফরয ও ওয়াজিব উভয়টির জন্য ওয়াজিব শব্দ ব্যবহার করা হয়।

[27] ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ৩০৬৬; হাকেম, হাদীস নং ১৭৩২; বুখারী, তা‘লিকাহ।

[28] মুহাল্লা: (৫/৮)।

উমরার ফরয

1. ইহরাম বাঁধার নিয়ত করা। যে ব্যক্তি উমরার নিয়ত করবে না তার উমরা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

‘নিশ্চয় আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকের জন্য তাই হবে, যা সে নিয়ত করে।’[29]

2. বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج: ٢٩]

“আর তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৯]

3. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। (অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও ইমামের মতে)। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে এটি ওয়াজিব। সাফা ও মারওয়ায় সাঈ ফরয হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

[29] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১।

“আর তোমাদের মধ্যে যে হাদী নিয়ে আসেনি সে যেন বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে।”[30] তাছাড়া তিনি সাঈ সম্পর্কে আরো বলেন,

«اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ».

“তোমরা সাঈ করো, কেননা আল্লাহ তোমাদের ওপর সাঈ ফরয করেছেন।”[31]

[30] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২৭।

[31] মুসনাদ আহমাদ : (৬/৪২১), হাদীস নং ২৭৩৬৭; মুস্তাদরাক হাকেম, হাদীস নং (৪/৭০), হাদীস নং ৬৯৪৩; ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ২৭৬৪।

১. ইহরাম বাধা

ইহরাম বাঁধার মধ্য দিয়ে হজ ও উমরার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ করা। হজ ও উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যখন হজ বা উমরা কিংবা উভয়টি পালনের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার ওপর কতিপয় হালাল ও জায়েয বস্তুও হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই এ প্রক্রিয়াটিকে ইহরাম বলা হয়।

হজ ও উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি গোসল ও পবিত্রতা অর্জন সম্পন্ন করে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন, অতঃপর হজ অথবা উমরা কিংবা উভয়টি শুরুর নিয়ত করবেন। যদি তামাত্তুকারী হন, তাহলে বলবেন,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً.

তবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিবেন, এ উমরা থেকে হালাল হবার পর এ সফরেই হজের ইহরাম করব। যদি কিরানকারী হন, তাহলে বলবেন,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. (লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,[32]

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

[32] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩২।

আর যদি ইফরাদকারী হন, তাহলে বলবেন,

لَبَّيْكَ حَجًّا.

পক্ষান্তরে যদি উমরা পালনকারী হন, তাহলে বলবেন,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً.

এরপর তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। হজ পালনকারী ব্যক্তি যদি অসুখ কিংবা শত্রু অথবা অন্য কোনো কারণে হজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করেন, তাহলে নিজের ওপর শর্তারোপ করে বলবেন,

اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যেখানে রুখে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।"[33] অথবা বলবে,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، وَمَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي.

'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, যেখানে তুমি আমাকে আটকে দিবে, সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।'[34] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবা'আ বিন্ত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু কে এমনই শিখিয়েছেন।

---

[33] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৭।

[34] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬৬।

২. তাওয়াফ

বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফ কা'বাঘর নির্মাণের পর থেকেই শুরু হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِي شَيۡـٔٗا وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ٢٦﴾ [الحج: ٢٦]

"আর স্মরণ কর, যখন আমরা ইবরাহীমকে সে ঘরের (বাইতুল্লাহ'র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সাজদাহ ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য।" [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥﴾ [البقرة: ١٢٥]

"আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] উভয় আয়াত থেকে বুঝা যায়, কা'বা নির্মাণের পর থেকেই তাওয়াফ শুরু হয়েছে।

রমলের অর্থ হচ্ছে, ঘনঘন পা ফেলে শরীর দুলিয়ে বীরদর্পে দ্রুত চলা। ইযতিবার অর্থ হচ্ছে, চাদর ডান বগলের নিচে রেখে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা। রমল ও ইযতিবা শুরু হয় সপ্তম হিজরীতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করে হুদায়বিয়া থেকে উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যান। হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী পরবর্তী বছর যিলকদ মাসে তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে আবার মক্কায় আসেন। এ বছর সাহাবীদের কেউ কেউ জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে এভাবে বলাবলি করতে লাগল,

إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

এমন এক সম্প্রদায় তোমাদের কাছে আসছে, ইয়াছরিবের [35] জ্বর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে।[36] একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে রমল অর্থাৎ ঘনঘন পা ফেলে শরীর দুলিয়ে বীরদর্পে দ্রুত চলার নির্দেশ দিলেন, যাতে মুশরিকরা বুঝে নেয় যে, মুমিন কখনো দুর্বল হয় না। একই উদ্দেশ্যে তিনি রমলের সাথে সাথে ইযতিবা অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নিচে রেখে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখারও নির্দেশ দিলেন। সেই থেকে রমল ও ইযতিবার বিধান চালু হয়েছে।

[35] মদীনার পূর্বের নাম।

[36] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬৪।

৩. মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত সালাত

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করতে হয়। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় করলে সালাত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

মাকামে ইব্রাহীম বলতে সেই পাথরকে বুঝায় যেটা কাবা শরীফ নির্মাণের সময় ইসমাইল নিয়ে এসেছিলেন যাতে পিতা ইব্রাহীম এর ওপর দাঁড়িয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করতে পারেন। ইসমাইল (আঃ) পাথর এনে দিতেন, এবং ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পবিত্র হাতে তা কাবার দেয়ালে রাখতেন। ঊর্ধ্বে উঠার প্রয়োজন হলে পাথরটি অলৌকিকভাবে ওপরের দিকে উঠে যেত। তাফসীরে তাবারিতে সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে—

يه علامات بينات من قدرة الله ، وآثار خليله ابراهيم ، منهن أثر قدم خليله ابراهيم في الحجر الذي قام عليه .

বায়তুল্লায় আল্লাহর কুদরতের পরিষ্কার নিদর্শন রয়েছে এবং খলিলুল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) এর নিদর্শনাবলী রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল তাঁর খলিল ইব্রাহীম (আঃ) পদচিহ্ন ওই পাথরে যার ওপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।

সালাতের পর আবার হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সুন্নাত। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করবেন না। হজের সময়ে এরকম করা প্রায় অসম্ভব। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا»

“অতঃপর আবার ফিরে এসে রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন। তারপর গেলেন সাফা অভিমুখে।”[37]

এরপর যমযমের কাছে যাওয়া, তার পানি পান করা ও মাথায় ঢালা সুন্নাত। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ».

“তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের কাছে গেলেন। যমযমের পানি পান করলেন এবং তা মাথায় ঢেলে দিলেন।”[38]

[37] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫২৪৩; অনুরূপ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[38] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫২৪৩।

যমযমের পানির ফযীলত

- ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ»

"যমীনের বুকে যমযমের পানি সর্বোত্তম পানি।"[39]

- আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ»

"নিশ্চয় তা বরকতময়।"[40]

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ»

"নিশ্চয় তা বরকতময়, আর খাবারের উপাদানসমৃদ্ধ।"[41]

- ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ»

---

[39] তাবরানী ফিল কাবীর, হাদীস নং ১১১৬৭; সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৬১।

[40] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭৩।

[41] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭৩।

"নিশ্চয় তা সুখাদ্য খাবার এবং রোগের শিফা।"[42]

- জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»

"যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় তা সাধিত হবে।"[43]

- প্রাচীন যুগ থেকে হাজী সাহেবগণ যমযমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত:

«أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَحْمِلُهُ»

"তিনি যমযমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা বহন করতেন।"[44]

---

[42] মুসনাদে আবূ দাউদ ত্বায়ালিসি, হাদীস নং ৪৫৯; তাবরানী ফিস সাগীর, হাদীস নং ২৯৫।

[43] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৬২।

[44] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৬৩।

যমযমের পানি পান করার আদব

- যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে পান করবেন। নিয়ম হচ্ছে তিন শ্বাসে পান করা এবং পেট ভরে পান করা। পান করা শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করা। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَتَنَفَّسْ ثَلاَثًا، وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ، فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ، إِنَّهُمْ لاَ يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ»

যখন তুমি যমযমের পানি পান করবে", তখন কেবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিন বার নিঃশ্বাস নিবে। তুমি তা পেট পুরে খাবে এবং শেষ হলে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুনাফিকরা পেট ভরে যমযমের পানি পান করে না।"[45]

- ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যমযমের পানি পানের পূর্বে এই দো'আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, বিস্তৃত সম্পদ ও সকল রোগ থেকে শিফা কামনা করছি।"[46]

পানি পান করার পর মাথায়ও কিছু পানি ঢালুন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।

---

[45] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৬১। তবে এর সনদ দুর্বল।

[46] দারা কুতনী, হাদীস নং ২৭৩৮।

৪. সাফা মারওয়ার সাঈ

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হাজেরা ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈলকে নিয়ে এলেন এবং বাইতুল্লাহ’র কাছে যমযমের ওপর একটি গাছের কাছে রাখলেন। মক্কায় সে সময় জনমানবের কোনো চিহ্ন ছিল না। তখন সেখানে কোনো পানি ছিল না। এক পাত্রে খেজুর ও একটি মশকে পানি রেখে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মা তার পিছু নিলেন। বললেন, এই জনমানবশূন্য তৃণ-লতাহীন মরুভূমিতে আমাদেরকে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি একাধিকবার ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এ প্রশ্ন করলেন। ইবরাহীম তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। অতঃপর হাজেরা বললেন, ‘আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? ইবরাহীম আ. উত্তর করলেন: হ্যাঁ। তখন হাজেরা বললেন, ‘তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না’। হাজেরা ফিরে এলেন। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চলতে চলতে সানিয়্যার নিকট গিয়ে থামলেন। তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না। তিনি কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত তুলে নিম্নোক্ত দো‘আ করলেন,

﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٖ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧﴾ [ابراهيم: ٣٧]

“হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম। হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে।”

হাজেরা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে দুধ পান করাতে লাগলেন এবং নিজে ঐ পানি পান করতে লাগলেন। পাত্রের পানি শেষ হয়ে

গেলে তিনি পিপাসার্ত হলেন। পিপাসার্ত হলো সন্তানও। সন্তানকে তিনি তেষ্টায় ছটফট করতে দেখে দূরে সরে গেলেন, যাতে এ অবস্থায় সন্তানকে দেখে কষ্ট পেতে না হয়। কাছে পেলেন সাফা পাহাড়। তিনি সাফায় আরোহণ করে উপত্যকার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন কোনো যাত্রীদল দেখা যায় কি-না, যাদের কাছে খাদ্য ও পানীয় থাকবে। কাউকে দেখতে না পেয়ে সাফা থেকে তিনি নেমে এলেন। উপত্যকায় পৌঁছলে তিনি তাঁর কামিজ টেনে ধরে পরিশ্রান্ত ব্যক্তির মতো দ্রুত চললেন। উপত্যকা অতিক্রম করলেন। অতঃপর মারওয়ায় আরোহণ করলেন। মারওয়ায় দাঁড়িয়েও তিনি তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি-না। কাউকে দেখতে না পেয়ে নেমে এলেন মারওয়া থেকে। ছুটে গেলেন আবার সাফা পাহাড়ে। এভাবেই দু'পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا».

এটিই হলো সাফা-মারওয়ার মাঝে মানুষের সাঈ (করার কারণ)।

তিনি মারওয়ার ওপর থাকাকালে একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে নিজকে লক্ষ্য করে বললেন, 'থামো!' তিনি আবারও আওয়াজটি শুনতে পেয়ে বললেন, শুনতে পেয়েছি; তবে তোমার কাছে কোনো ত্রাণ আছে কি-না তাই বলো। এরপর তিনি দেখলেন, যমযমের জায়গায় একজন ফিরিশতা তার পায়ের গোঁড়ালি বা পাখা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। এক পর্যায়ে সেখান থেকে পানি বের হল। তিনি হাউজের মতো করে বালির বাঁধ দিয়ে পানি আটকাতে লাগলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ ، أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا».

“আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের ওপর রহম করুন। তিনি যমযমকে ছেড়ে দিলে, বর্ণনান্তরে-যমযমের পানি না উঠালে, যমযম একটি চলমান ঝরণায় পরিণত হত।”

ফিরিশতা হাজেরাকে বললেন,

«لَا تَخَافِي مِنَ الضَّيْعَةِ فَإِنَّ هَهُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ»

“তোমরা ধ্বংস হওয়ার ভয় করো না, কেননা এখানে হবে বাইতুল্লাহ, যা নির্মাণ করবে এই ছেলে ও এর পিতা। আর আল্লাহ তাঁর পরিবারকে ধ্বংস করবেন না।”[47]

[47] ঘটনাটি বিস্তারিত দেখুন: সহীহ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪।

৫. মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করে হালাল হওয়া

সাঈ শেষ হওয়ার পর মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডন করে নিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]

"তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করবে এবং কেউ কেউ চুল ছোট করবে।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৭]

হাদীসে এসেছে,

«فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا»

"অতঃপর সমস্ত মানুষ হালাল হয়ে গেল এবং তারা চুল ছোট করে নিল।"[48]

আর মহিলারা মাথার প্রতিটি চুলের গোছার অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের কর পরিমাণ কর্তন করবেন; এর চেয়ে বেশি নয়।[49]

উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে মুহরিমের উমরা পূর্ণ হয়ে যাবে। মাথা মুণ্ডনের ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। যেমন,

- যারা মাথা মুণ্ডন করবে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমার দো'আ করেছেন।

[48] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[49] মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবা : (৩/১৪৭)।

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ»

‘হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন।’ তারা বললেন, চুল ছোটকারীদেরকেও, তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন।’ তিনবার তিনি তা বললেন। তারা বললেন, ছোটকারীদেরও। তখন তিনি বললেন, চুল ছোটকারীদেরকেও (ক্ষমা করুন)।”[50]

মাথা মুণ্ডনের কারণে প্রতিটি চুলের জন্য একটি নেকী ও একটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا حَلْقُكَ لِرَأْسِكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ وَتَسْقُطُ سَيِّئَةٌ»

“আর তোমার মাথা মুণ্ডন, এতে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে তোমার জন্যে একটি সাওয়াব ও একটি গুনাহের ক্ষমা রয়েছে।”[51]

[50] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭২৮।

[51] সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

হাজ্জ

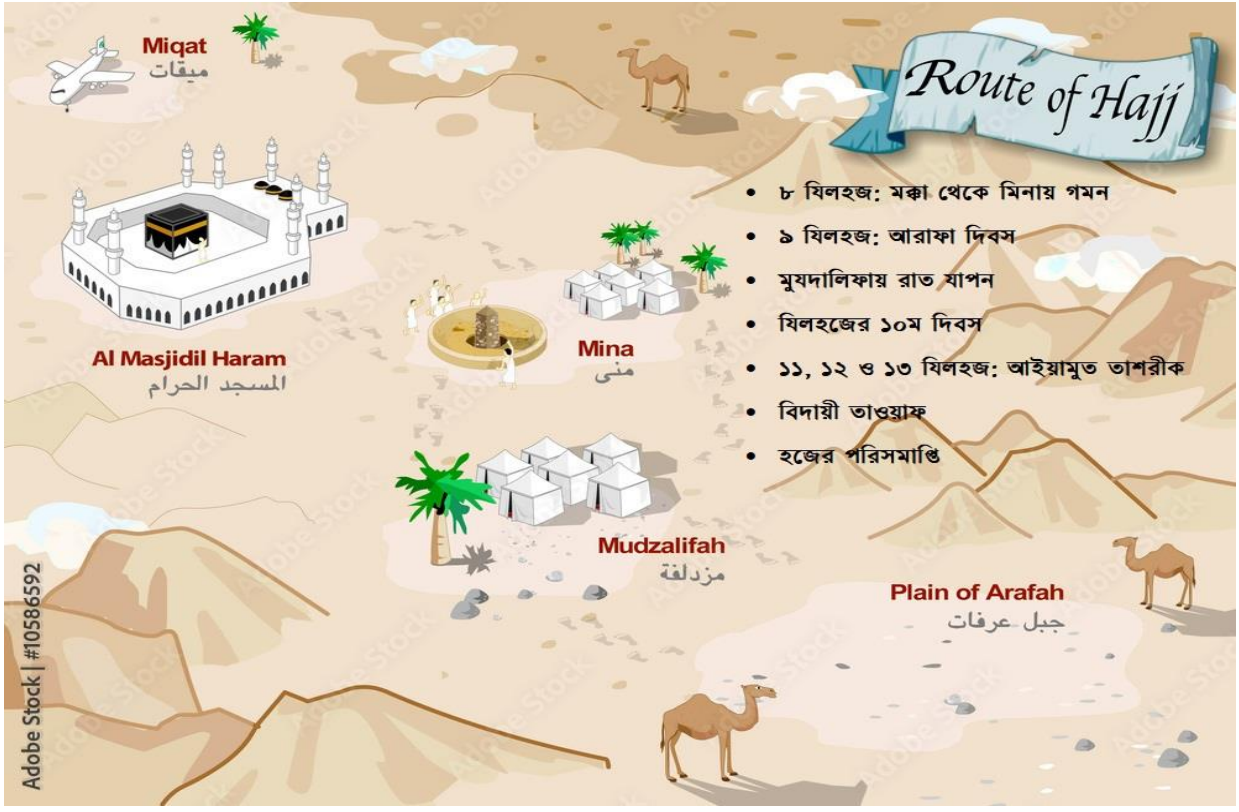
Route of Hajj
Miqat
ميقات
Al Masjidil Haram
المسجد الحرام
Mina
منى
Mudzalifah
مزدلفة
Plain of Arafah
جبل عرفات
• ৮ যিলহজ: মক্কা থেকে মিনায় গমন
• ৯ যিলহজ: আরাফা দিবস
• মুযদালিফায় রাত যাপন
• যিলহজের ১০ম দিবস
• ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ: আইয়ামুত তাশরীক
• বিদায়ী তাওয়াফ
• হজের পরিসমাপ্তি
Adobe Stock | #10586592

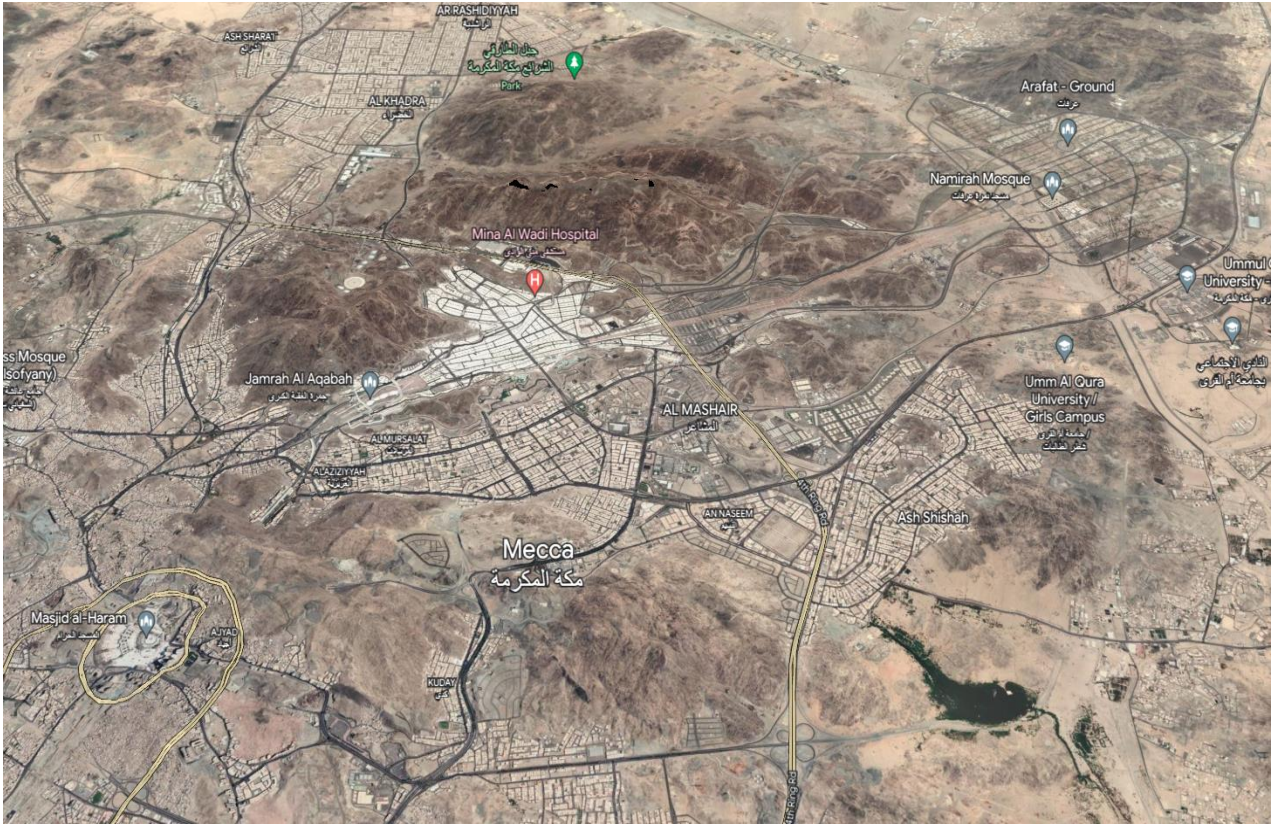

AR RASHIDIYYAH
ASH SHARA'I
AL KHADRA
Park
Arafat - Ground
Namirah Mosque
Mina Al Wadi Hospital
Jamrah Al Aqabah
AL MASHAIR
AL MURSALAT
AL AZIZIYYAH
AN NASEEM
Ash Shishah
Umm Al Qura
University /
Girls Campus
Mecca
مكة المكرمة
Masjid al-Haram
AJYAD
KUDAY
4th Ring Rd

৮ যিলহজ: মক্কা থেকে মিনায় গমন

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মিনায় অবস্থান করেছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, সত্তরজন নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম মিনায় অবস্থিত মসজিদে খাইফে সালাত আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُجَّاجًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ وَلَقَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا».

"ফাজ্জ-রাওহা দিয়ে সত্তরজন নবী পশমী কাপড় পরে হজ করতে গিয়েছিলেন এবং মসজিদে খাইফে সত্তরজন নবী সালাত আদায় করেছিলেন।"[52] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا مِنْهُمْ مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ وَهُوَ محرم على بعير من ابل شنؤة مَخْطُومٌ بِخِطَامِ لِيفٍ لَهُ ضِفْرَانِ».

"মসজিদে খাইফে সত্তরজন নবী সালাত আদায় করেছেন, মূসা আলাইহিস সালাম তাদের অন্যতম। আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে আছি। তার গায়ে দু'টি কুতওয়ানী চাদর জড়ানো। তিনি দুই গুচ্ছ সংম্বলিত লাগাম বিশিষ্ট উটের উপর ইহরাম বেঁধে বসে আছেন।"[53]

1. মিনায় গিয়ে যোহর-আসর, মাগরিব-এশা ও পরদিন ফজরের সালাত আদায় করবেন। এ কয়টি সালাত মিনায় আদায় করা সুন্নাত। প্রতিটি সালাতই তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবেন। চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে দু'রাকাত করে পড়বেন। এখানে সালাত জমা করবেন না অর্থাৎ দুই ওয়াক্তের সালাত একসাথে আদায় করবেন না। কারণ, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় একসাথে দু'ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন নি।

---

[52] মুস্তাদরাক হাকেম, (২/৬৫৩), হাদীস নং ৪১৬৯।

[53] মু'জামুল কাবীর : (১১/৪৫২), হাদীস নং ১২২৮৩। এর একাংশ, মুস্তাদরাকে হাকেম : (২/৬৫৩), হাদীস নং ৪১৬৯)।

2. মুস্তাহাব হলো, এ দিন বিশ্রাম নিয়ে হজের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যিক্‌র ও ইস্তেগফার করা এবং বেশি করে তালবিয়া পড়া। সময়-সুযোগ পেলে হজের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন। বিজ্ঞ আলেমগণের ওয়াজ-নসীহত ও হজ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনবেন।

3. ৯ যিলহজ রাতে মিনায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাত মিনায় যাপন করেছেন। কোনো কারণে রাত্রি যাপন করা সম্ভব না হলে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ তা'আলা নিয়ত অনুযায়ী সাওয়াব দিবেন ইনশাআল্লাহ।

৯ যিলহজঃ আরাফায় অবস্থান

ইবন মিরবা আনসারী আমাদের কাছে এসে বললেন, আমি আপনাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। তিনি বলেছেন,

«كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هذه فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

"তোমরা হজের মাশায়েরে (হজের বিধি-বিধান পালনের বিশেষ বিশেষ স্থান) অবস্থান কর। কেননা তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ঐতিহ্যের ওপর রয়েছ।"[54] এর অর্থ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরাফায় অবস্থান করেছিলেন, সে হিসেবে আমরাও করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, উত্তম দো'আ হচ্ছে আরাফার দিনের দো'আ আর সেই বাক্য যা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলেছি,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير»

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সর্ব শক্তিমান।"[55] এ হাদীস থেকে বুঝা যায় আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমাস সালাম আরাফায় অবস্থান করে দো'আ করেছেন।

যিলহজ মাসের ৯ তারিখকে 'ইয়াওমু আরাফা' বা আরাফা দিবস বলা হয়। এই দিবসে আরাফায় অবস্থান করা হজের শ্রেষ্ঠতম

[54] নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৪; তিরমিযী, হাদীস নং ৮৮৩।

[55] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮৫।

আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘হজ হল আরাফা।’[56] সুতরাং আরাফায় অবস্থান করা ফরয। আরাফায় অবস্থান ছাড়া হজ সহীহ হবে না।

১. আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিন বান্দার নিকটবর্তী হন এবং বান্দাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যককে তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ»

“এমন কোনো দিন নেই যেদিনে আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিন থেকে বেশি বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। আল্লাহ সেদিন নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে নিয়ে ফিরিশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, ওরা কী চায়?”[57]

২. আল্লাহ তা‘আলা আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا»

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আমার

[56] নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬; মুসনাদে আহমদ (৪/৩৩৫), হাদীস নং ১৪৭৭৪।

[57] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৮।

বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা আমার কাছে এসেছে উস্কোখুস্কো ও ধূলিমলিন অবস্থায়।”[58]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«يَا مَعاشِرَ النَّاسِ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ آنِفًا فَأَقْرَأَنِيْ مِن رَّبِّيْ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لأَهْلِ عَرَفَاتَ وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَضَمِنَ عَنْهُمْ التَّبِعَاتِ».

“হে লোকসকল, একটু পূর্বে জিবরীল আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমার রবের পক্ষ থেকে আরাফায় অবস্থানকারী ও মুযদালিফায় অবস্থানকারীদের জন্য আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়েছেন এবং তাদের অন্যায়ের যিম্মাদারী নিয়েছেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু আমাদের জন্য? তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পর কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের জন্য। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রহমত অঢেল ও উত্তম।”[59]

৪. আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে ক্ষমা করে দেন। ইবন উমার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ:هَؤُلاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَيَخَافُونَ عَذَابِي، وَلَمْ يَرَوْنِي، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَسَلَهَا اللَّهُ عَنْكَ».

---

[58] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং (২/২২৪), হাদীস নং ৭০৮৯, ৮০৪৭।

[59] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫১।

“আর আরাফায় তোমার অবস্থান, তখন তো আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। অতঃপর ফিরিশতাদের সাথে আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে গর্ব করে বলেন, এরা আমার বান্দা, এরা উস্কোখুস্কো ও ধূলিমলিন হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমার কাছে এসেছে। এরা আমারই রহমতের আশা করে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। অথচ এরা আমাকে দেখে নি। আর যদি দেখতো তাহলে কেমন হতো? অতঃপর বিশাল মরুভূমির বালুকণা সমান অথবা দুনিয়ার সকল দিবসের সমান অথবা আকাশের বৃষ্টির কণারাশির সমান পাপও যদি তোমার থাকে, আল্লাহ তা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিবেন।”[60]

৬. আরাফা দিবসের দো‘আ সর্বোত্তম দো‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ».

‘উত্তম দো‘আ হল আরাফা দিবসের দো‘আ।’[61]

৭. যারা হজ করতে আসেনি তারা আরাফার দিন সিয়াম পালন করলে তাদের পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».

“আরাফা দিবসের সিয়াম পালন পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়।”

---

[60] আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, হাদীস নং ৮৮৩০।

[61] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮৫; মুআত্তা মালেক (১/২১৪), হাদীস নং ৩২।

আরাফা থেকে ফিরে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন

মুযদালিফায় উকূফ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨]

"তোমরা যখন আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও তোমরা ইতোপূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৮]

ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা হজের যে পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন তাতে মুযদালিফায় অবস্থানও শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

«قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ».

"তোমরা তোমাদের মাশায়ের (তথা আরাফা, মুযদালিফা ও মিনা)-এ অবস্থান করো। কারণ, তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের রেখে যাওয়া বিধানের উত্তরাধিকার।"[62] এ থেকে বুঝা যায়, আরাফা, মুযদালিফা ও মিনা- প্রতিটি স্থানেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অবস্থান করেছিলেন।

[62] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯১৯।

মুযদালিফায় অবস্থানকারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অনুকম্পা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ، لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ».

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এই (মুযদালিফার) সমাবেশে তোমাদের ওপর অনুকম্পা করেছেন, তাই তিনি গুনাহগারদেরকে নেককারদের কাছে সোপর্দ করেছেন। আর নেককাররা যা চেয়েছে তা তিনি দিয়েছেন।"[63]

[63] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৪।

১০ যিলহজের দশম দিবস

এই দিন ‘ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার’ অর্থাৎ মহান হজের দিন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ﴾ [التوبة: ٣]

“আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩] ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন বলেন,

«أَىُّ يَوْمٍ هَذَا، قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ».

“এটা কোনো দিন? তারা বলল, ‘কুরবানীর দিন।’ তিনি বললেন, এটা বড় হজের দিন।”[64] কেননা এই দিনে হজের চারটি মৌলিক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কাজগুলো হলো, বড় জামরায় পাথর মারা; কুরবানী করা, হলক বা কসর করা এবং বায়তুল্লাহ’র ফরয তাওয়াফ করা।

এই দিন বছরের সবচেয়ে বড় তথা মহৎ দিন। আবদুল্লাহ ইবন কুর্ত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

[64] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৪৫।

«إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»

“আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে বড় দিন হল কুরবানীর দিন তারপর এগারো তারিখের দিন।”[65]

১. জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরায় ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

২. হাদী বা পশু যবেহ করা।

৩. মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছোট করা।

৪. তাওয়াফে ইফাযা (তাওয়াফে যিয়ারত) বা ফরয তাওয়াফ করা।

[65] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৭৬৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯০৭৫।

জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونَ وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ تَتَّبِعُونَ».

“ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম যখন হজের বিধি-বিধান আদায় করছিলেন। তখন জামরাতুল আকাবার কাছে তাঁর সামনে শয়তান উপস্থিত হল। তিনি শয়তানকে সাতটি পাথর মারলেন। ফলে সে মাটিতে ঢুকে গেল। এরপর সে আবার দ্বিতীয় জামরায় উপস্থিত হলো। তিনি আবার সাতটি পাথর মারলেন। ফলে সে মাটিতে ঢুকে গেল। এরপর সে আবার তৃতীয় জামরায় উপস্থিত হল। তিনি আবার সাতটি পাথর মারলেন। ফলে সে মাটিতে ঢুকে গেল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তোমরা শয়তানকে পাথর মারো আর তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীনের অনুসরণ কর।”[66]

তবে এটা মনে করা কখনো সমীচীন হবে না যে, বর্তমানে যারা পাথর নিক্ষেপ করছে তারা শয়তানকে আঘাত করছে; বরং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করেই আল্লাহর যিকিরকে সমুন্নত রাখার জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ»

[66] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫৬।

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপের বিধান আল্লাহর যিক্‌র কায়েমের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।”[67]

- কঙ্কর নিক্ষেপের সাওয়াব চোখ জুড়ানো সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا رَمِيُكَ الْجِمَارَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧﴾ [السجدة: ١٧]»

“আর জামরায় পাথর নিক্ষেপ, এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিম্নের বাণীটি প্রযোজ্য, ‘অতঃপর কোনো ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময়স্বরূপ।” [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৭][68]

- নিক্ষিপ্ত প্রতিটি কঙ্কর এক একটা গুনাহে কাবীরা মোচন করবে।

«وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيْرُ كَبِيْرَةٍ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ»

“আর জামরায় তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ, এতে তোমার নিক্ষিপ্ত প্রতিটি কঙ্করের বিনিময়ে এক একটা ধ্বংসকারী কবীরা গুনাহ মোচন করা হবে।”[69]

---

[67] তিরমিযী, হাদীস নং ৯০২; জামেউল উলূম : ১৫০৫ (তবে এর সনদ দুর্বল)।

[68] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১৩।

[69] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

 নিক্ষিপ্ত প্রতিটি কঙ্কর কিয়ামতের দিন নূর হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا رَمَيْتَ الجِمارَ كانَ لَكَ نُوراً يَوْمَ القِيامَةِ»

“তুমি যখন কঙ্কর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে।”[70]

[70] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫৭।

বিদায়ী তাওয়াফ

এ তাওয়াফটি হারাম শরীফকে বিদায় দেওয়ার জন্য বিদায়ী সালামের মতো। সুতরাং বাইতুল্লাহ'র সাথে সংশ্লিষ্ট তার সর্বশেষ দায়িত্ব হবে এই তাওয়াফ সম্পন্ন করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

"তোমাদের কেউ যেন তার সর্বশেষ কাজ বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ না করে।"[71]

তেমনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ».

"লোকদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, বাইতুল্লাহ'র সাথে তাদের সর্বশেষ কাজ যেন হয় তাওয়াফ করা। তবে মাসিক স্রাবগ্রস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা শিথিল করা হয়েছে।"[72]

[71] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩২৭।

[72] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩২৮।

হজের পরিসমাপ্তি

হাজী সাহেব হজের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর অধিক পরিমাণে যিকির ও ইস্তিগফার করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٩ فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَاسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ ٢٠٠ وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٢٠٢ ﴾ [البقرة: ١٩٩، ٢٠٢]

"অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। তারা যা অর্জন করেছে তার হিস্যা তাদের রয়েছে। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৯-২০২]

মদীনা

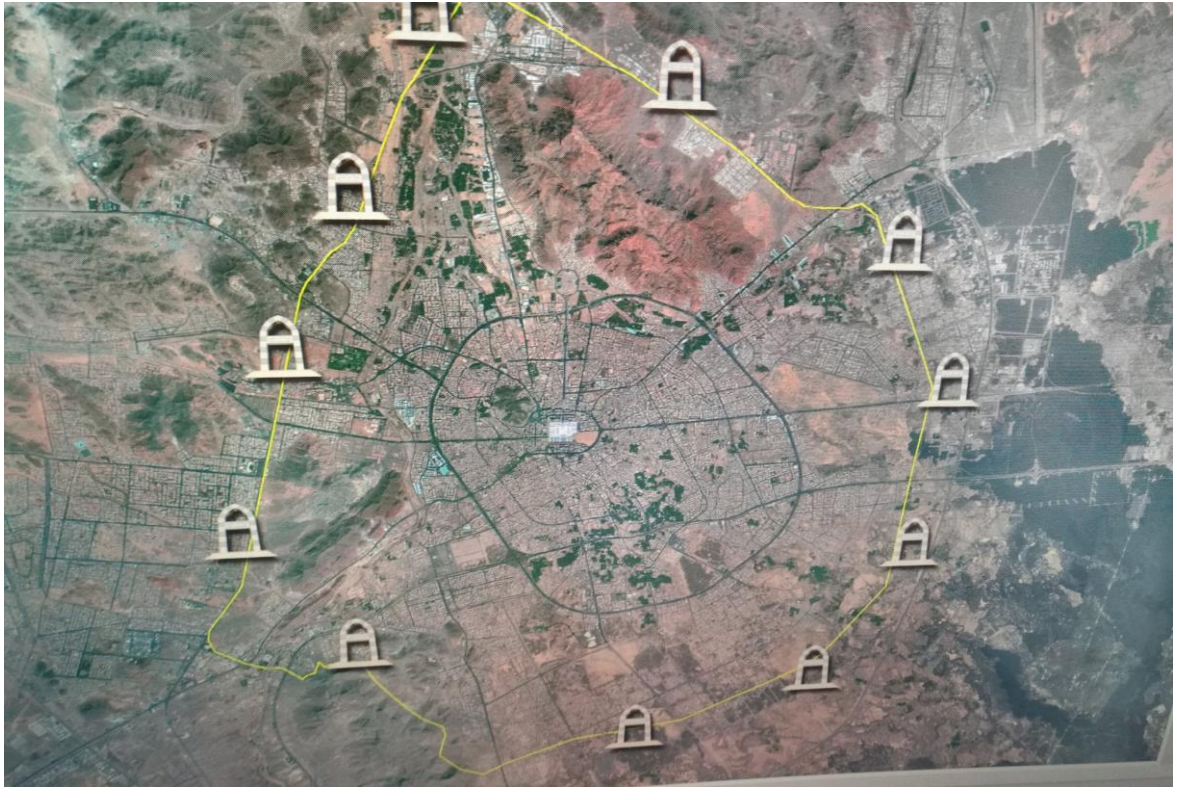

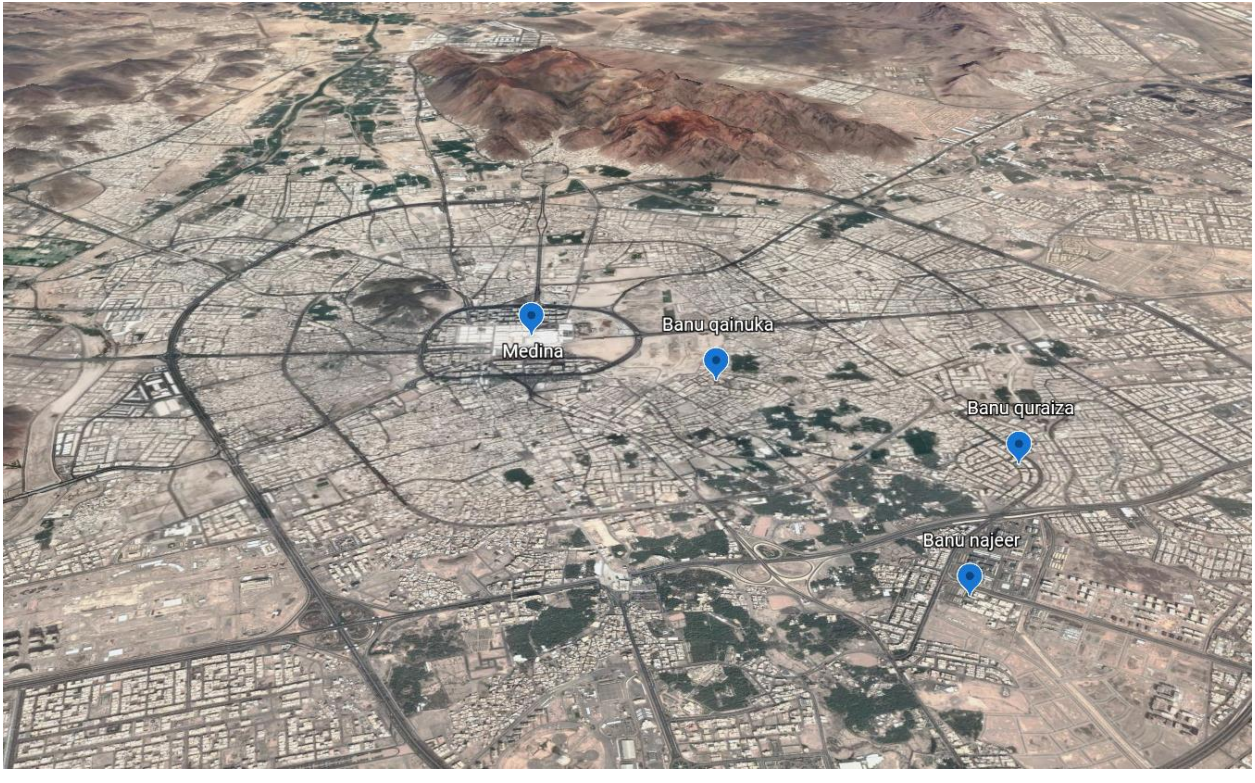
Medina
Banu qainuka
Banu quraiza
Banu najeer

পবিত্র মক্কার ন্যায় এ বরকতময় মদীনা নগরীকেও হারাম অর্থাৎ সম্মানিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মক্কা নগরীর পরে মদীনার স্থান। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন এবং তিনি তাকে সম্মানিত করেছেন। আর আমি এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম।’[73]

হারামের সীমারেখা হচ্ছে, উত্তরে লম্বায় উহুদ পাহাড়ের পেছনে সাওর পাহাড় থেকে দক্ষিণে আইর পাহাড় পর্যন্ত। পূর্বে হার্রা ওয়াকিম অর্থাৎ কালো পাথর বিশিষ্ট এলাকা থেকে পশ্চিমে হার্রা আল-ওয়াবরা অর্থাৎ কালো পাথর বিশিষ্ট এলাকা পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ»

“মদীনার ‘আইর’ থেকে ‘সাওর’-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু হারাম।”[74]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

---

[73] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৪।

[74] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭০।

«إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا».

“আমি মদীনার দুই হাররা বা কালো পাথর বিশিষ্ট যমীনের মাঝখানের অংশটুকু হারাম তথা সম্মানিত বলে ঘোষণা দিচ্ছি। এর কোনো গাছ কাটা যাবে না বা কোনো শিকারী জন্তু হত্যা করা যাবে না।”[৭৫]

সুতরাং মদীনাও নিরাপদ শহর। এখানে রক্তপাত বৈধ নয়। বৈধ নয় শিকার করা বা গাছ কাটা। এ শহর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন,

«لاَ يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ لِعَلْفٍ».

“এখানে রক্তপাত করা যাবে না। এখানে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন করা যাবে না। ঘাস সংগ্রহের জন্য ছাড়া কোনো গাছও কাটা যাবে না।”[76]

[75] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬৩।

[76] সহীহ মুসলিম (২/১০০১), হাদীস নং ১৩৭৪

মদীনাতুর রাসূলের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

1. মক্কার ন্যায় মদীনাও পবিত্র নগরী। মদীনাও নিরাপদ শহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ»

"নিশ্চয় ইবরাহীম মক্কাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন আর আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম।"[77]

2. আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّى دَعَوْتُ فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ».

"ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার বাসিন্দাদের জন্য দো'আ করেছেন। যেমনিভাবে ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন, আমিও তেমন মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি। আমি মদীনার সা' ও মুদ-এ বরকতের দো'আ করেছি যেমন মক্কার বাসিন্দাদের জন্য ইবরাহীম দো'আ করেছেন।"[78]

---

[77] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬২।

3. মদীনা যাবতীয় অকল্যাণকর বস্তুকে দূর করে দেয়। জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا».

"মদীনা হলো হাপরের মতো, এটি তার যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে দেয় এবং তার কল্যাণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে।"[79]

4. শেষ যামানায় ঈমান মদীনায় এসে একত্রিত হবে এবং এখানেই তা ফিরে আসবে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلى المَدِيْنَةِ كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلى جُحْرِها»

"নিশ্চয় ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে যেমনিভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।"[80]

---

[78] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬০। সা' ও মুদ দু'টি পরিমাপের পাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে দো'আ করেছেন যেন তাতে বরকত হয় এবং তা দিয়ে যেসব বস্তু ওযন করা হয়- সেসব বস্তুতেও বরকত হয়।

[79] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৮৩।

[80] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৭। হাদীসের অর্থ হলো : ঈমান মদীনা অভিমুখী হবে এবং মদীনাতে অবশিষ্ট থাকবে। আর মুসলিমগণ মদীনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং মদীনামুখী হবে। তাদেরকে তাদের ঈমান ও এ বরকতময় যমীনের প্রতি ভালোবাসা এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

[80] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬৯।

5. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার জন্য বরকতের দো'আ করেছেন। আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».

"হে আল্লাহ, আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন।"[81]

- আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا».

"হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ফল-ফলাদিতে বরকত দাও। আমাদের এ মদীনায় বরকত দাও। আমাদের সা'তে বরকত দাও এবং আমাদের মুদ-এ বরকত দাও।"[82]

- আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ».

[81] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬৯।

[82] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৩।

“ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার বাসিন্দাদের জন্য দো‘আ করেছেন। মক্কাকে ইবরাহীম যেমন হারাম ঘোষণা দিয়েছেন আমিও তেমন মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি। আমি মদীনার সা’ তে এবং মুদ-এ বরকতের দো‘আ করছি যেমন মক্কার বাসিন্দাদের জন্য ইবরাহীম দো‘আ করেছেন।”[83]

6. মদীনায় মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ».

“মদীনার প্রবেশ দ্বারসমূহে ফিরিশতারা প্রহরায় নিযুক্ত আছেন, এতে মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।”[84]

7. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মৃত্যু বরণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

«مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّيْ أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ بِهَا».

“যার পক্ষে মদীনায় মারা যাওয়া সম্ভব সে যেন সেখানে মারা যায়। কেননা মদীনায় যে মারা যাবে আমি তার পক্ষে সুপারিশ করব।”[85]

---

[83] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬০।

[84] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৯।

[85] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৯১৭।

৪. নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাকে হারাম ঘোষণার প্রাক্কালে এর মধ্যে কোনো বিদ‘আত বা অন্যায় ঘটনা ঘটানোর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَو آوَى مُحدِثاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَاسِ أَجمَعِينَ، لاَ يَقبَلُ اللهُ مِنهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً».

“মদীনা ‘আইর’ থেকে ‘সাওর’ পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি মদীনায় কোনো অন্যায় কাজ করবে অথবা কোনো অন্যায়কারীকে আশ্রয় প্রদান করবে তার ওপর আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সমস্ত মানুষের লা‘নত পড়বে। তার কাছ থেকে আল্লাহ কোনো ফরয ও নফল কিছুই কবুল করবেন না।”[86]

মদীনায় অনেক স্মৃতি বিজড়িত ও ঐতিহাসিক স্থানের যিয়ারত করতে হাদীসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: মসজিদে নববী, মসজিদে কুবা, বাকী‘র কবরস্থান, উহুদের শহীদদের কবরস্থান ইত্যাদি। নিচে সংক্ষিপ্তভাবে এসব স্থানের ফযীলত ও যিয়ারতের আদব উল্লেখ করা হলো।

[86] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭০।

মদীনা যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা হলো, মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করে আপনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। কেননা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى».

“তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানের দিকে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদে আকসা।”[87] এ হাদীসের আলোকে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন,

وَأَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ بِالسَّفَرِ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ دُونَ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِهِ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلاَفٌ، فَالَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ.

“সফরকারীর সফরের উদ্দেশ্য যদি শুধু নবীর কবর যিয়ারত হয়, তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা না হয়, তাহলে এই মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে। যে কথার ওপর ইমামগণ এবং অধিকাংশ শরী‘আত বিশেষজ্ঞ একমত পোষণ করেছেন তা হলো, এটা শরী‘আতসম্মত নয়।”[88]

[87] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৭।

[88] ইবন তাইমিয়া, আল-ফাতাওয়াল কুবরা : (৫/১৪৯)।

মসজিদে নববী

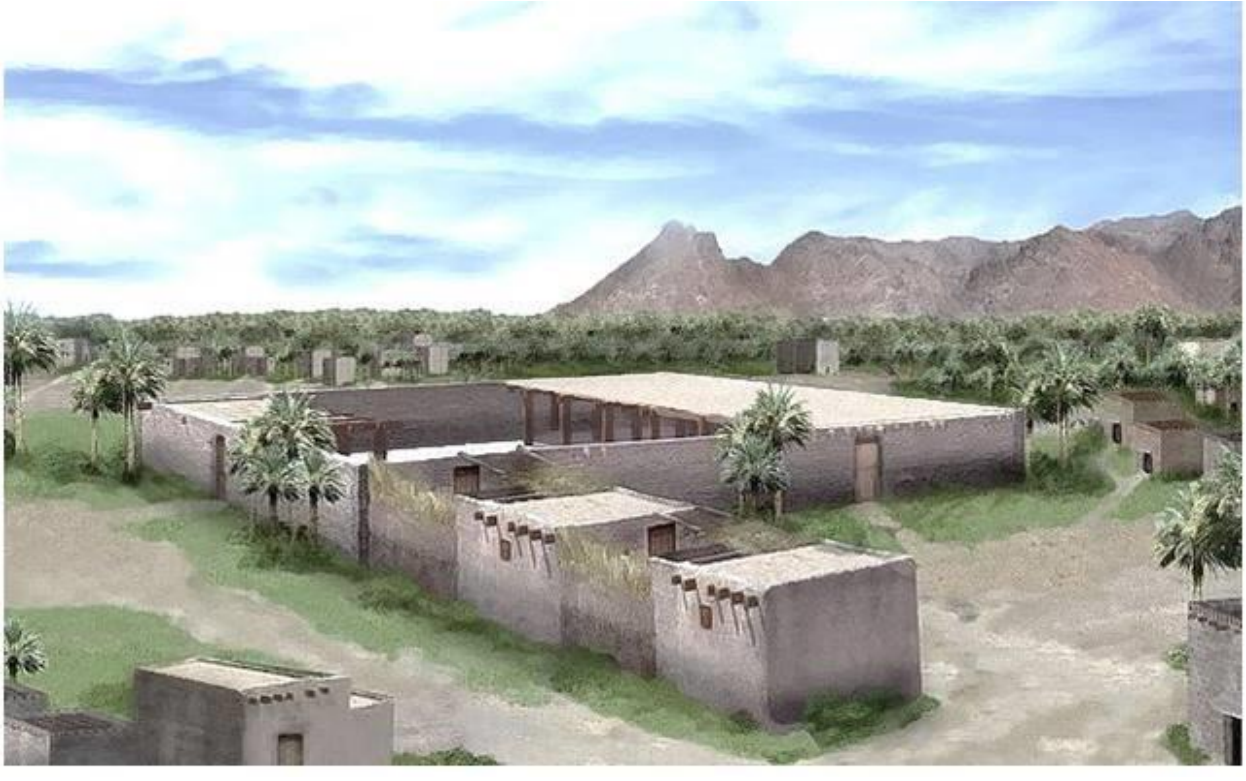

মসজিদে নববীর রয়েছে ব্যাপক মর্যাদা ও অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে একাধিক ঘোষণা এসেছে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨﴾ [التوبة: ١٠٨]

"অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশি হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আল্লামা সামহুদী বলেন, 'কুবা ও মদীনা- উভয় স্থানের মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত আয়াতে তাই উভয় মসজিদের কথা বলা হয়েছে।'[89]

মসজিদে নববীর আরেকটি ফযীলত হলো, এতে এক সালাত পড়লে এক হাজার সালাত পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে এক ওয়াক্ত সালাত পড়া অন্য মসজিদে ছয় মাস সালাত পড়ার সমতুল্য। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

[89] শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওয়ারা : পৃ. ৭৫।

“আমার এ মসজিদে এক সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম।”[90]

আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلصَّلاَةُ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِيْ مَسْجِدِيْ بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِيْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ».

“মসজিদে হারামে এক সালাত এক লাখ সালাতের সমান, আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক সালাত এক হাজার সালাতের সমান এবং বাইতুল মাকদাসে এক সালাত পাঁচশ সালাতের সমান।”[91]

মসজিদে নববীর ফযীলত সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى».

“তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায়ও (সাওয়াব আশায়) সফর করা জায়েয নেই: মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।”[92]

---

[90] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৪। (ইবারত মুসলিমের)

[91] মাজমাউয যাওয়াইদ : ৫৮৭৩।

[92] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৭।

আবূ হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ».

“যে আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ শেখার জন্য কিংবা শেখানোর জন্য আসবে, তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। পক্ষান্তরে যে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা দেখতে আসবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের মাল-সামগ্রীর প্রতি তাকায়।”[93]

আবূ উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْيعلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ».

“যে ব্যক্তি একমাত্র কোনো কল্যাণ শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে (নববীতে) আসবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজের সাওয়াব লেখা হবে।”[94]

---

[93] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৭।

[94] মাজমাউয যাওয়াইদ : (১/১২৩), হাদীস নং ৪৯৯।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর (সাইয়েদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘর) ও তাঁর মিম্বরের মাঝখানের জায়গাটুকুকে জান্নাতের অন্যতম উদ্যান বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا بَيْنَ بَيْتِيْ ومِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الْجَنَّةِ»

“আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানের অংশটুকু রওযাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাত (জান্নাতের উদ্যানসমুহের একটি উদ্যান)।”[95]

রওযা শরীফ ও এর আশেপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পূর্ব দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা শরীফ। তার পশ্চিম দিকের দেয়ালের মধ্যখানে তাঁর মিহরাব এবং পশ্চিমে মিম্বর। এখানে বেশ কিছু পাথরের খুঁটি রয়েছে। যেসবের সাথে জড়িয়ে আছে হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও স্মৃতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এসব খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। এগুলো ছিল- ১. উসতুওয়ানা আয়েশা বা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার খুঁটি। ২. উসতুওয়ানাতুল-উফূদ বা প্রতিনিধি দলের খুঁটি। ৩. উসতুওয়ানাতুত্তাওবা বা তাওবার খুঁটি। ৪. উসতুওয়ানা মুখাল্লাকাহ বা সুগন্ধি জালানোর খুঁটি। ৫. উসতুওয়ানাতুস-সারীর বা খাটের সাথে লাগোয়া খুঁটি এবং উসতুওয়ানাতুল-হারছ বা মিহরাছ তথা পাহাদারদের খুঁটি।

মুসলিম শাসকগণের কাছে এই রওযা ছিল বরাবর খুব গুরুত্ব ও যত্নের বিষয়। উসমানী সুলতান সলীম রওযা শরীফের খুঁটিগুলোর অর্ধেক পর্যন্ত লাল-সাদা মারবেল পাথর দিয়ে মুড়িয়ে দেন। অতঃপর আরেক উসমানী সুলতান আবদুল মাজীদ এর খুঁটিগুলোর

[95] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯০।

সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করেন। ১৯৯৪ সালে সৌদি সরকার পূর্ববর্তী সকল বাদশাহ'র তুলনায় উৎকৃষ্ট পাথর দিয়ে এই রওযার খুঁটিগুলো ঢেকে দেন এবং রওযার মেঝেতে দামী কার্পেট বিছিয়ে দেন। আর সম্ভব হলে ফযীলত অর্জনের উদ্দেশ্যে রাওযার সীমানার মধ্যে এই সালাত পড়বেন। কারণ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا بَيْنَ بَيْتِيْ ومِنْبَرِيْ رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ»

"আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানের অংশটুকু রওযাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাত (জান্নাতের উদ্যানসমুহের একটি উদ্যান)।"[96] আর সম্ভব না হলে মসজিদে নববীর যেখানে সম্ভব সেভাবেই পড়বেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মসজিদের এ অংশকে অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক গুণে গুণান্বিত করা দ্বারা এ অংশের আলাদা ফযীলত ও বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করছে।

[96] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯০।

রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবর যিয়ারত

তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা ফরয সালাত পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবরে সালাম নিবেদন করতে যাবেন।

1. কবরের কাছে গিয়ে কবরের দিকে মুখ দিয়ে কিবলাকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে বলবেন,

   اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ أَفْضَلَ مَا جَزَى اللهُ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ.

   (আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, সাল্লাল্লাহু ও সাল্লামা ওয়া বারাকা আলাইকা, ওয়া জাযাকা আফদালা মা জাযাল্লাহু নাবিয়্যান আন উম্মাতিহি।)

   "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ। আল্লাহ আপনার ওপর সালাত, সালাম ও বরকত প্রদান করুন। আর আল্লাহ কোনো নবীর প্রতি তার উম্মতের পক্ষ থেকে যত প্রতিদান তথা সাওয়াব পৌঁছান, আপনার প্রতি তার থেকেও উত্তম প্রতিদান ও সাওয়াব প্রদান করুন।" আর যদি এ ধরনের অন্য কোনো উপযুক্ত দো'আ পড়ে তবে তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

2. অতঃপর ডান দিকে এক হাত এগিয়ে আবূ বকর রা.-এর কবরের সামনে যাবেন। সেখানে পড়বেন,

   اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ فِي أُمَّتِهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمة محمد خيراً.

(আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আসসালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহি ফী উম্মাতিহী, রাদিয়াল্লাহু ‘আনকা ওয়া জাযাকা ‘আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা।)

3. এরপর আরেকটু ডানে গিয়ে উমার রাসূলরাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কবরের সামনে দাঁড়াবেন। সেখানে বলবেন,

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ, اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ, رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحمد خيراً.

(আস্সালামু আলাইকা ইয়া উমার, আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন, রাদিয়াল্লাহু আনকা ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা।)

তারপর এখান থেকে চলে আসবেন। দো‘আর জন্য কবরের সামনে, পেছনে, পূর্বে বা পশ্চিম- কোনো দিকেই দাঁড়াবেন না। ইমাম মালেক রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের সামনে শুধু সালাম জানানোর জন্য দাঁড়াবে, তারপর সেখান থেকে সরে আসবে। যেমনটি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা করতেন। ইব্নুল জাওযী রহ. বলেন, শুধু নিজের দো‘আ চাওয়ার জন্য কবরের সামনে যাওয়া মাকরূহ। ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, দো‘আ চাওয়ার জন্য কবরের কাছে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান করা মাকরূহ।[97]

[97] ইবন তাইমিয়া, মাজমূ‘ ফাতাওয়া : ২৪/৩৫৮।

إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم

حجرة السيدة عائشة

غرفة السيدة عائشة

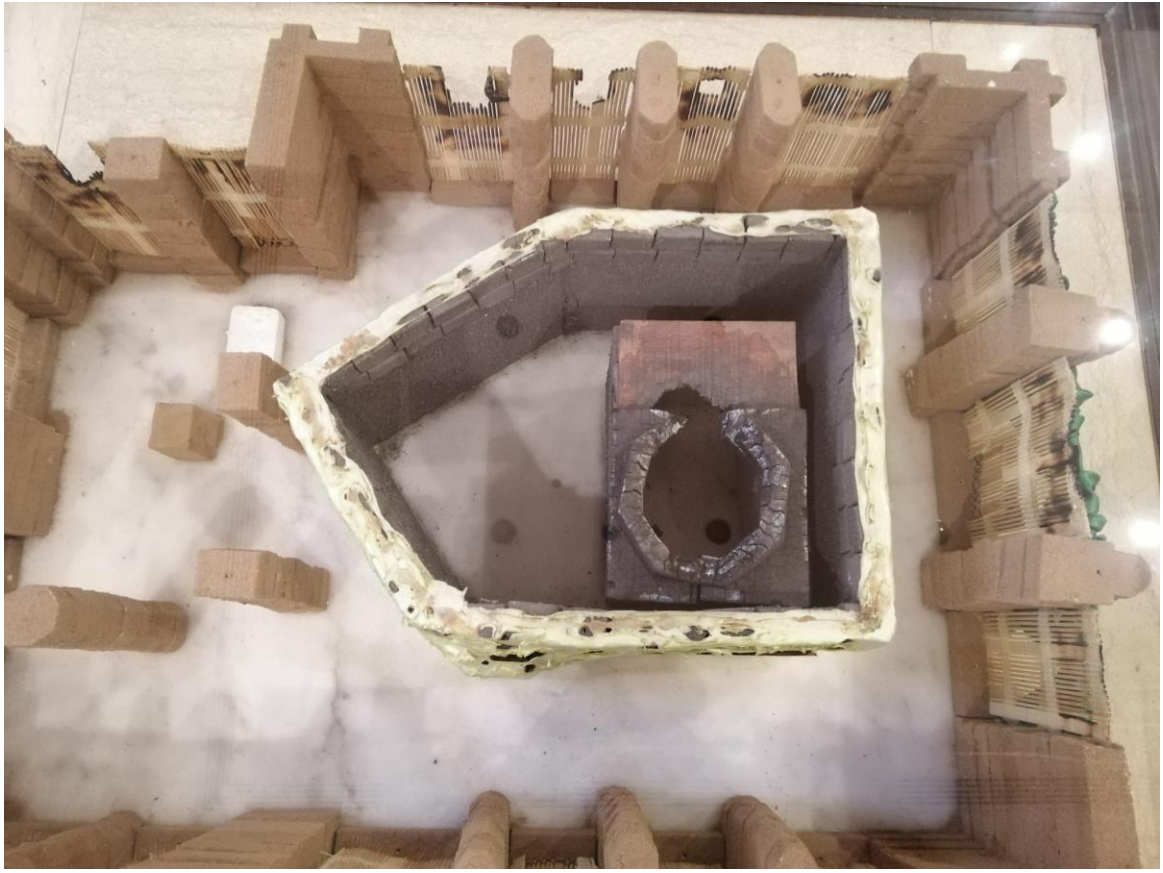

বাকী'র কবরস্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বাকী' মদীনাবাসীর প্রধান কবরস্থান। এটি মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মদীনায় মৃত্যু বরণকারী হাজার হাজার ব্যক্তির কবর রয়েছে এখানে। এদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় অধিবাসী এবং বাইরে থেকে আগত যিয়ারতকারীগণ। এখানে প্রায় দশ হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছেন (খাদীজা ও মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ছাড়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী, কন্যা ফাতেমা, পুত্র ইবরাহীম, চাচা আব্বাস, ফুফু সুফিয়্যা, নাতী হাসান ইবন আলী এবং জামাতা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছাড়াও অনেক মহান ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বাকী'র কবরস্থান যিয়ারত করতেন। সেখানে তিনি বলতেন,

«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ»

(আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন ওয়া আতাকুম মা তুআ'দুনা গাদান মুআজ্জালুনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন, আল্লাহুম্মাগ ফির লিআহলি বাকী'ইর গারকাদ।)

“তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিনদের ঘর, তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছিল তা তোমাদের কাছে এসেছে। আর আগামীকাল (কিয়ামত) পর্যন্ত তোমাদের সময় বর্ধিত করা হল। ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে আমরা মিলিত হব। হে আল্লাহ, বাকী‘ গারকাদের অধিবাসীদের ক্ষমা করুন।”[98]

তাছাড়া কোনো কোনো হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা বাকী‘উল গারকাদে যাদের দাফন করা হয়েছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার কাছে জিবরীল এসেছিলেন ...তিনি বললেন,

«إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»

“আপনার রব আপনাকে বাকী‘র কবরস্থানে যেতে এবং তাদের জন্য দো‘আ করতে বলেছেন।” আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কীভাবে তাদের জন্য দো‘আ করবো? তিনি বললেন, তুমি বলবে,

«السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّاوَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ».

(আসসালামু আ‘লা আহলিদ দিয়ারি মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীন মিন্না ওয়াল মুসতা’খিরীন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন।)

[98] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৪; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩১৭২।

“মুমিন-মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর সালাম। আল্লাহ আমাদের পূর্ব ও পরবর্তী সবার ওপর রহম করুন। ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব।”[99]

[99] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৪; অনুরূপ নাসাঈ, হাদীস নং ২০৩৯।

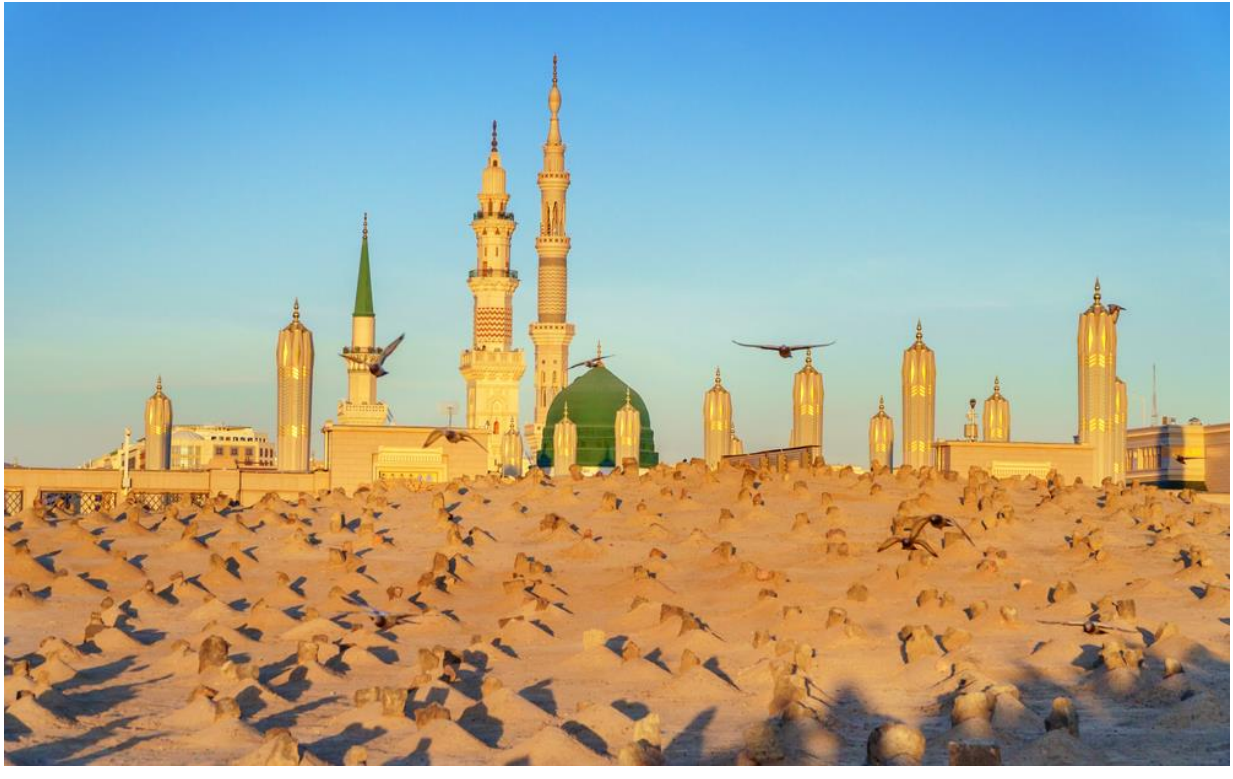

উম্মুল মুমিনিনদের কবর। আয়েশা (রা), সাফিয়া (রা), উম্মে সালামাহ (রা)

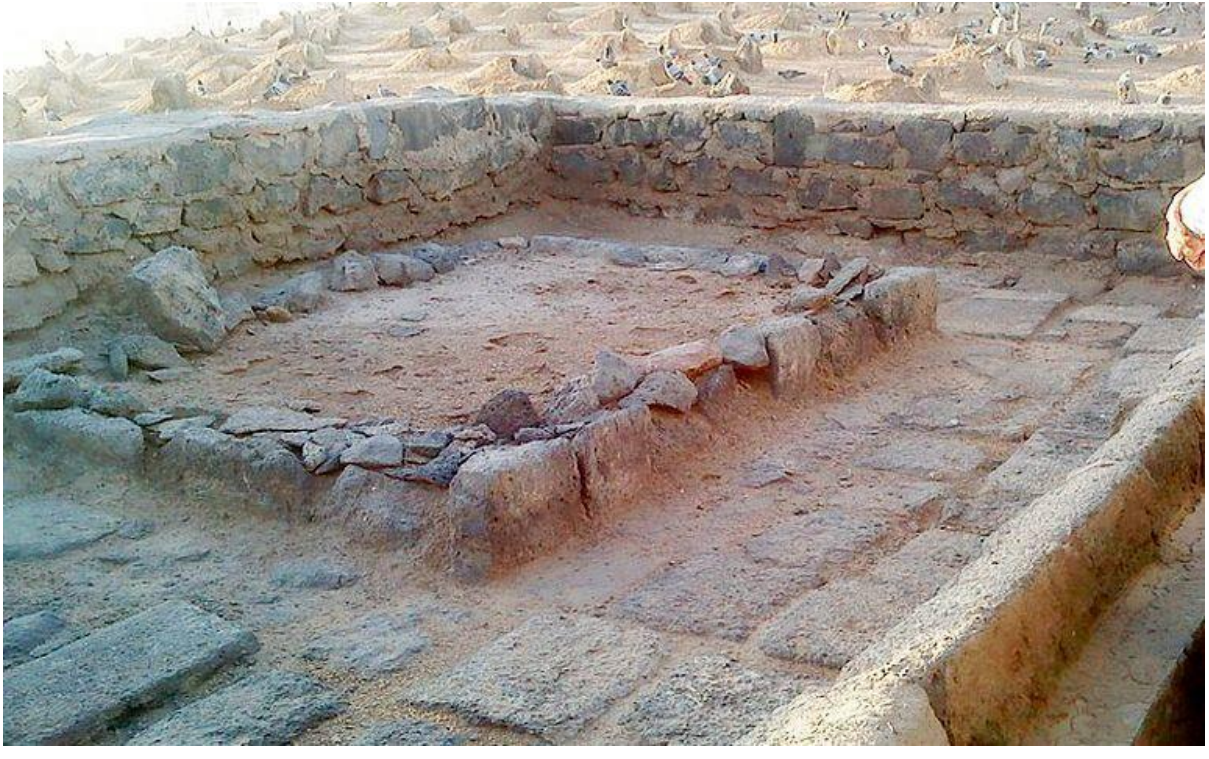

ইমাম মালিক ও তার শিক্ষক নাফি

মসজিদে কুবা’

মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ এটি। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কুবা[100] পল্লীতে আমর ইবন আউফ গোত্রের কুলছুম ইবন হিদমের গৃহে অবতরণ করেন। এখানে তাঁর উট বাঁধেন। তারপর এখানেই তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই প্রথম মসজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে প্রকাশ্যে একসঙ্গে সালাত আদায় করেন। এ মসজিদের কিবলা প্রথমে বাইতুল মাকদিসের দিকে ছিল। পরে কিবলা পরিবর্তন হলে কা'বার দিকে এর কিবলা নির্ধারিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ মসজিদে সালাত আদায় করতে চাইতেন। সপ্তাহে অন্তত একদিন তিনি এ মসজিদের যিয়ারতে গমন করতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবারে হেঁটে ও বাহনে চড়ে মসজিদে কুবায় যেতেন।'[101] মসজিদে কুবার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلَ عُمْرَةٍ»

"যে ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হয়ে এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে কুবায় আসবে। তারপর এখানে সালাত পড়বে। তা তার জন্য একটি উমরার সমতুল্য।"[102]

---

[100] মদীনার অদূরে একটি গ্রামের নাম। বর্তমানে এটি মদীনার অংশ।

[101] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৯।

[102] নাসাঈ, হাদীস নং ৬৯৯; হাকেম, মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৪২৭৯।

মসজিদে কিবলাতাইন

এটি একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। মদীনা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে খাযরাজ গোত্রের বানূ সালামা গোত্রে অবস্থিত। বনূ সালামা গোত্রের মহল্লায় অবস্থিত হওয়ার কারণে মসজিদে কিবলাতাইনকে মসজিদে বনী সালামাও বলা হয়। একই সালাত এই মসজিদে দুই কিবলা তথা বাইতুল মাকদিস ও কা'বাঘরের দিকে পড়া হয়েছিল বলে একে মসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ বলা হয়।

বারা' ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে ষোল বা সতের মাস সালাত পড়েছেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে মনে কা'বামুখী হয়ে সালাত পড়তে চাইতেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন,

﴿ قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ ﴾ [البقرة: ١٤٤]

"আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমরা অবশ্যই দেখছি। অতএব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৪] এ আয়াত নাযিল হবার সাথে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে ফিরে যান।[103]

[103] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৯।

ইবন সা'দ উল্লেখ করেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানূ সালামার উম্মে বিশর ইবন বারা' ইবন মা'রূর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাক্ষাতে যান। তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। ইতোমধ্যেই যোহর সালাতের সময় ঘনিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে দুই রাকাত সালাত পড়েন। এরই মধ্যে কা'বামুখী হওয়ার নির্দেশ আসে। সাথে সাথে (সালাতের অবশিষ্ট রাকাতের জন্য) তিনি কা'বামুখী হয়ে যান। এ থেকেই মসজিদটির নাম হয়ে যায় মসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ।'[104]

[104] ডইলিয়াস আবদুল গনী ., আল : আছারিয়্যা-মাসাজিদ আল-পৃ।১৮৬ .

শুহাদায়ে উহুদের কবরস্থান

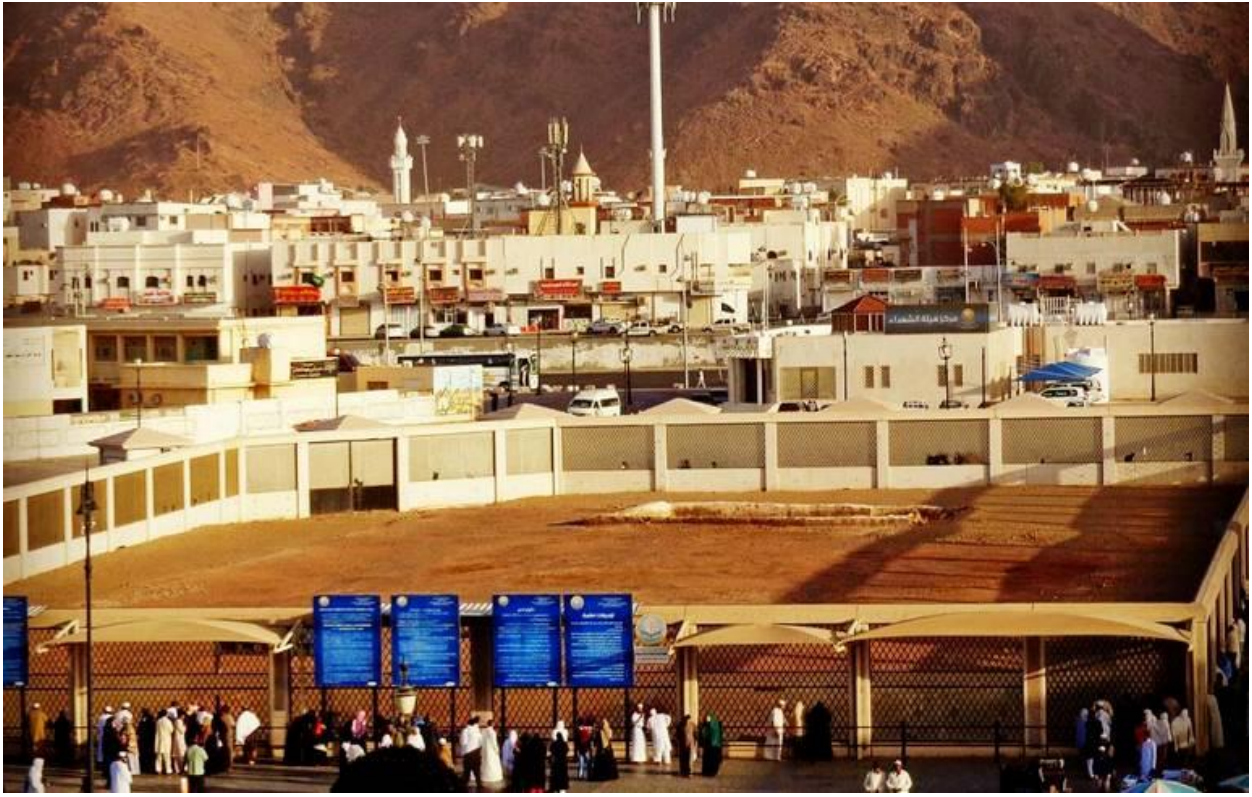

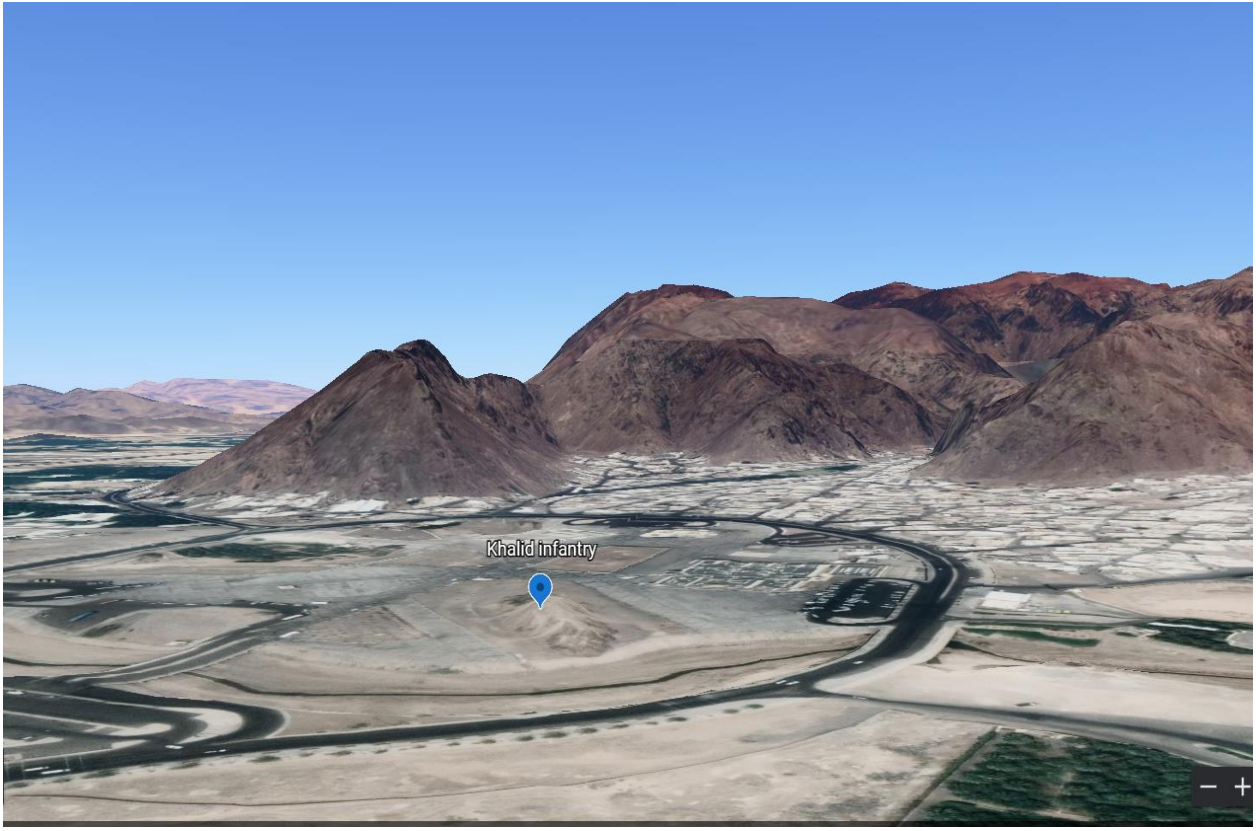
Khalid infantry

২য় হিজরীতে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরস্থান যিয়ারত করা। তাদের জন্য দো'আ করা এবং তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করা। সপ্তাহের যে কোনো দিন যে কোনো সময় যিয়ারতে যাওয়া যায়। অনেকে জুমাবার বা বৃহস্পতিবার যাওয়া উত্তম মনে করেন, তা ঠিক নয়।

উল্লিখিত স্থানগুলোতে যাওয়ার কথা হাদীসে এসেছে বিধায় সেখানে যাওয়া সুন্নাত। এছাড়াও মদীনাতে আরো অনেক ঐতিহাসিক ও স্মৃতিবিজড়িত স্থান রয়েছে। ইবাদত মনে না করে সেসব পরিদর্শন করাতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন, মসজিদে কিবলাতাইন, মসজিদে ইজাবা, মসজিদে জুমা', মসজিদে বনী হারেছা, মসজিদে ফাৎহ, মসজিদে মীকাত, মসজিদে মুসাল্লা ও উহুদ পাহাড় ইত্যাদি। কিন্তু কোনো ক্রমেই সেগুলোকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না।

খন্দকের সাত মসজিদ

বদর প্রান্তর

হজের তালবিয়া নিম্নরূপ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لا شَرِيْكَ لَكَ

“আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয় প্রশংসা ও নি‘আমত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোনো শরীক নেই।”

তওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী থেকে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পড়ার বিশেষ দো‘আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি থেকে বাচাও।”

আরাফা দিবসের বিশেষ দো‘আ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা‘বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’

কুরআনের নির্বাচিত দো‘আ

১- ﴿ رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٢٣ ﴾ [الاعراف: ٢٣]

(১) ‘হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুল্ম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে রহম না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।’ [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২৩]

২- ﴿ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارٗا ٢٨ ﴾ [نوح: ٢٨]

(২) ‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দিবেন না।’ [সূরা নূহ, আয়াত: ২৮]

৩- ﴿ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١ ﴾ [ابراهيم: ٤٠، ٤١]

(৩) ‘হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দো‘আ কবুল করুন। হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।’ [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০-৪১]

৪- ﴿ رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٤ ﴾ [الممتحنة: ٤]

(৪) ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।’ [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৪]

৫- ﴿ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٥ ﴾ [الممتحنة: ٥]

(৫) ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৫]

৬- ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي ٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ٢٧ ﴾ [طه: ٢٥، ٢٧]

(৬) ‘হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন।’ [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ২৫-২৭]

৭-﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٥٣ ﴾ [ال عمران: ٥٣]

(৭) ‘হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন।’ [[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৩]

৮- ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَا رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٥ وَنَجِّنَا بِرَحۡمَتِكَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٨٦ ﴾ [يونس: ٨٥، ٨٦]

(৮) ‘তখন তারা বলল, ‘আমরা আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করলাম। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে যালিম কওমের ফিতনার পাত্র বানাবেন না। আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির কাওম থেকে নাজাত দিন।’ [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৬]

৯- ﴿ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤٧ ﴾ [ال عمران: ١٤٧]

(৯) ‘হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পদসমূহকে, আর কাফির কওমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন’। [[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৭]

১০-﴿ رَبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ١١٨ ﴾ [المؤمنون: ١١٨]

(১০) ‘হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত : ১১৮]

১১- ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

(১১) হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

১২- ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

(১২) ‘হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব, আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

১৩- ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٨ ﴾ [ال عمران: ٨]

(১৩) ‘হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।’ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮]

১৪- ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤ ﴾ [الفرقان: ٧٣]

(১৪) ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন’। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

১৫- ﴿ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠ ﴾ [الحشر: ١٠]

(১৫) ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।’ [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

১৬-﴿ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٨ ﴾ [التحريم: ٨]

(১৬) ‘হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।’ [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮]

১৭-﴿رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦ ﴾ [ال عمران: ١٦]

(১৭) ‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন’। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬]

১৮-﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٣٥﴾ [ابراهيم: ٣٥]

(১৮) ‘হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন’। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৫]

১৯-﴿ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٧ ﴾ [الاعراف: ٤٧]

(১৯) ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করবেন না’। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৪৭]

২০-﴿ حَسۡبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ١٢٩ ﴾ [التوبة: ١٢٩]

(২০) ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনিই মহাআরশের রব।’ [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৯]

হাদীসের নির্বাচিত দো‘আ

1. «اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

(১) ‘হে আল্লাহ! তোমার যিকির করার, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার কাজে আমাকে সহায়তা কর।’[105]

2. «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ من أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

(২) ‘হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে। আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম পর্যায় থেকে। দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে।’[106]

3. «اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

(৩) ‘হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি আর তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই মাফ করতে পারে না। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম কর। তুমি তো মার্জনাকারী ও দয়ালু।’[107]

---

[105] নাসাঈ, হাদীস নং ১৩০৩; আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৫২২; মুসনাদে আহমাদ : (৩৬/৪৩০), হাদীস নং ২২১১৯; হাকিম : (১/৪০৭), হাদীস নং ১০১০।

[106] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৬৫।

[107] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩৪।

4. «اَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اَللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ».

(৪) ‘হে আল্লাহ! তুমি ঈমানকে আমাদের নিকট সুপ্রিয় করে দাও এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দাও। কুফর, অবাধ্যতা ও পাপাচারকে আমাদের অন্তরে ঘৃণিত করে দাও, আর আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও। আমাদের মুসলিম হিসেবে বাঁচিয়ে রাখ। লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত না করে আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত কর।[108]

5. «اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

(৫) হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের আকাঙ্ক্ষী আমি। সুতরাং এক পলকের জন্যও তুমি আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিয়ো না। তুমি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দাও। তুমি ভিন্ন প্রকৃত কোনো মা‘বুদ নেই।[109]

6. «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ عَرْشِ الْعَظِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

[108] আহমদ, হাদীস নং ১৫৪৯২।

[109] আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫০৯০।

(৬) আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, যিনি সহনশীল, মহীয়ান। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, যিনি সুমহান আরশের রব। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি আকাশমণ্ডলীর রব, যমিনের রব এবং সুমহান আরশের রব।[110]

7. «اَللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

(৭) 'হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কিছু নেই। তুমি সবার ওপর, তোমার ওপরে কিছুই নেই। তুমি সবচেয়ে কাছের, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই; তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও আমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করে অমুখাপেক্ষী কর।'[111]

8. «اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ».

(৮) 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল বস্তু দিয়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করে। তুমি ভিন্ন অন্য সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।'[112]

9. «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

---

[110] আহমদ, হাদীস নং ২৪১১।

[111] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩।

[112] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৬৩।

(৯) ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, মসিহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে এবং জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে।’[113]

10.«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

(১০) ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই; কেননা আমি সাক্ষ্য দিই যে- তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি এক অদ্বিতীয়। সকল কিছুই যার মুখাপেক্ষী। যিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই।’[114]

11. «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ».

(১১) ‘হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, নিয়তির অমঙ্গল, দুর্ভাগ্যের স্পর্শ ও বিপদে শত্রু উপহাস থেকে।’[115]

12.«اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ».

(১২) ‘হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ।’[116]

---

[113] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৯।

[114] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৭৫।

[115] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৭।

13. «اَللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،وَلا يَعِزُّ مَن عَادَيتَ. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».

(১৩) ‘হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত কর। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি আমাদেরকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছ তা হতে আমাদেরকে রক্ষা করো। কারণ তুমিই তো ফয়সালা কর। তোমার ওপরে তো কেউ ফয়সালা করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, সে কোনো দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছ, সে কখনো সম্মানিত হতে পাবে না। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় ও সুমহান।’[117]

14. «اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ».

---

[116] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৩।

[117] তিরমিযী, হাদীস নং ৪৬৪।

(১৪) ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর প্রদান কর। আমার কর্ণে নূর দাও। আমার চোখে নূর দাও। আমার সম্মুখে নূর দাও। আমার পশ্চাতে নূর দাও। আমার ডানে নূর দাও। আমার বামে নূর দাও। আমার উপরে নূর দাও। আমার নিচে নূর দাও। আর হে সৃষ্টিকুলের রব, আমার নূরকে তুমি প্রশস্ত করে দাও।’[১১৮]

15. «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ».

(১৫) ‘হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! তোমার দীনের ওপর আমার অন্তরকে অবিচল রাখ।’[119]

[118] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৩।

[119] তিরমিযী, হাদীস নং ২১৪০।